পদ নং ৬৩

মালবশ্রীরাগঃ ।। যতিঃ ।।

(সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ) রাধা কৃষ্ণের মিলন তৃষ্ণায় অতিকষ্টে কালযাপন করে ত্রিভুবনের অধীশ্বর সম্বন্ধে বৃদ্ধা (বড়াই) কে এই কথা বললো।

(বড়াইকে রাধার মনের কথা ব্যক্ত) কদম ফুলে ডাল নুয়ে পড়েছে। কৃষ্ণ এখনও গোকুলে এলো না। সে বলেও গেল না। শৈশবের প্রেম নষ্ট হলো। বিষ মাখা শরের আঘাতে হরিণী যেমন ছটফট করে রাধারও তেমনি অবস্থা। পুণ্যবতী গোয়ালিনীরা সুখে আছে। যত দুঃখ রাধার। জ্যৈষ্ঠ গিয়ে আষাঢ় এলো। শ্যামল মেঘে আকাশ ঢাকা, তবু কৃষ্ণ এলো না।

পদ নং ৬৪

শ্রীরাগঃ ।। কুডুক্কঃ ।।

(সংস্কৃত দু'চরণের ভাষান্তর) চতুরা রাধা, মেঘাচ্ছন্ন ৪টি মাস কাটাও, কারণ এখন আমার যাবার মতো শক্তি নেই।

(রাধার উক্তি) আষাঢ়ে মেঘ ডাকছে। মদনবাণে রাধা বিধ্বস্ত। যেখানে কৃষ্ণ আছে জানলে সেখানেই সে যেতো। কি করে ৪ মাস কাটাবে? বর্ষণমুখর শ্রাবণে তার চোখে ঘুম আসে না। পুষ্পবাণ আর সহ্য হয় না। তাই আকুলতা— 'বড়াই কৃষ্ণের সঙ্গে আমার মিলন করিয়ে দাও।' প্রাণীজগতে মিলন আনন্দ এখন কৃষ্ণকে না দেখতে পেলে বুক ফেটে যাবে। কাশফুল ভরা আশ্বিনে কৃষ্ণকে না পেলে রাধার জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

পদ নং ৬৫

মালবশ্রীরাগঃ ।। যতিঃ ।।

(সংস্কৃত অংশের বঙ্গানুবাদ)

খেদ করো না কল্যাণী রাধা, মন ধীরস্থির রাখো। কৃষ্ণ এসে তোমাকে স্পর্শ করবে।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি) আকাশের চাঁদ বড়াই হাতে তুলে দেবে এই আশ্বাসে রাধা পাগল হয়েছে। স্বামীকে সে অবজ্ঞা করেছে। লজ্জার মাথা খেয়েছে। কৃষ্ণের জন্য তার হৃদয় ব্যাকুল। বড়াইকে, কৃষ্ণকে রাধা ভালভাবে জেনেছে। বড়াইর কথায় প্রেমের ডালি উপহার দিয়ে এখন হতাশায় ভুগতে হচ্ছে। প্রেম বাড়িয়েছে, তবু কৃষ্ণপ্রেম পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারল না। মরীচিকার মতো সব সুখভোগ মিলিয়ে গেল। দিনে দিনে মদন জ্বালায় জর্জরিত। কৌতুকে প্রণয় বেড়েছিল কিন্তু তা শেষ হবার উপক্রম। বড়াইর কথায় রাধার মন শান্ত হচ্ছে না। কৃষ্ণকে সে কিভাবে পাবে? তাই আবার কৃষ্ণের উদ্দেশে যাবার জন্য বড়াইকে অনুরোধ করেছে।

পদ নং ৬৬

আহের রাগঃ ।। কুডুক্কঃ ।। লগনী ।। (২২৪/২) দণ্ডকঃ ।।

[সংস্কৃতাংশের বঙ্গানুবাদ]

হে রাধা, কৃষ্ণের উদ্দেশ জানলেই কি, আর না জানলেই বা কি, কারণ এখন যেতে আমি অসমর্থ। (রাধা ও বড়াইর মধ্যে কথাবার্তা)

রাধা ঃ বড়াই এসো। কথা রাখো, সোনার আংটি হাতে পরে তুমি যাও, মিনতি করি, জগন্নাথকে এনে দাও।

বড়াই ঃ তুমি নির্লজ্জ। চুপ থাকো। কোথায় তাকে পাবো? পাপিষ্ঠা লজ্জা হয় না। তার মন তুষ্ট করতে বলেছিলাম তা করোনি। কৃষ্ণ আমার কথা রেখেছে।

রাধা ঃ অতো নিষ্ঠুর কথা বলোনা। বার্ধর্ক্যের জন্যই তোমার এতো রাগ।

বড়াই ঃ কটুকথা বলো না। আদেশ দাও — কোথায় গেলে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে?

রাধা ঃ আজ আমার শুভদিন। যেখানে কৃষ্ণ ঘুরে বেড়ায় সেখানে সেখানে যাও।

বড়াই ঃ আমার হাঁটার শক্তি নেই। তবে অনুমান কৃষ্ণ মথুরায় গেছে।

রাধা ঃ তোমার যুক্তিতেই প্রাণেশ্বর মথুরায় গেছে। তাকে এনে দাও—তা না হলে আমার মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী হবে।

বড়াই ঃ মথুরানগরে যাবো। আমার সামনে সত্য করে বলো—আর কখনও গালমন্দ করবে না?

রাধা ঃ মাথায় হাত দিয়ে সত্যি করছি আর কোনোদিন দুঃখ দেবো না। আমার কপালে যা আছে মেনে নেবো। তুমি একবার তার কাছে যাও।

বড়াই ঃ তোমার কথায় মথুরায় যাচ্ছি। তাকে পেলে আনবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না।

পদ নং ৬৭

পাহাড়ীআরাগঃ ।। ক্রীড়া ।।

(সংস্কৃতাংশের বঙ্গানুবাদ)

বৃদ্ধা মথুরায় গিয়ে মধুসূদনকে বললো বিরহে মগ্না রাধা তোমার শরণার্থী। একথা শুনে নাগর হরি রাধার প্রতি রেগে কথাগুলি বলে।

(বড়াইর প্রতি কৃষ্ণের উক্তি) রাধা চরিত্রহীনা। তাকে দেখলে ভয় হয়। প্রত্যেক গোপীই মন্দ। তাকে কিজন্য যেতে বলা হচ্ছে? রাধার জন্য কৃষ্ণ কি না করেছে। বড়াইর কথা রাধা রাখেনি। তাই কৃষ্ণ তার মুখ দেখতে চায় না। কথা বাড়িয়ে কাজ কি। 'বড়াই—তুমি ঘরে ফিরে যাও।'

পদ নং ৬৮

গুজ্জরী রাগঃ ।। কুড়ুক্ক ।।

(কৃষ্ণের প্রতি বড়াইর উক্তি)

কৃষ্ণের চরিত্র বোঝা ভার। না চাইতে পাওয়া অমৃত গ্রহণ করছে না কেন? রাধা আর কোনো দিন কটুবাক্য বর্ষণ করবে না। সে বিরহে ব্যাকুল। এখন তাকে ত্যাগ করা ভালো নয়। নানা উপমা দিয়ে উত্তম জনের ও অধম জনের প্রেমের ব্যাখ্যা করেছে। রাধা ঘরে বসে আর কৃষ্ণ মথুরা নগরে। মাঝে বড়াই আকুল হয়ে যাওয়া-আসা করছে।

পদ নং ৬৯

বিভাষ রাগঃ ।। কুড়ুক্ক ।।

(বড়াইর প্রতি কৃষ্ণের উক্তি)

বড়াইকে আর অনুরোধ করতে নিষেধ করে রাধা কত দুঃখ দিয়েছে সে সব তুলে ধরে। তাই রাধার জন্য কোনো অনুরোধ না করে কৃষ্ণ তাকে ফিরে যেতে বলেছে। কৃষ্ণের শেষ কথা এই ধন, রাজ্য সব ত্যাগ করতে পারি। কিন্তু দুঃসহ বাক্যজ্বালা সহ্য করতে পারি না। গোকুল ছেড়ে মথুরায় এসেছি কংস বধের জন্য।

(এরপর পুঁথি খণ্ডিত)

৪২.৪.৪ চরিত্র চিত্রণ

(১) রাধা ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকে কবি প্রথমে গ্রাম্য বালিকারূপে চিত্রিত করেছেন। রাধার পিতৃকুল, স্বামীর কুল নিয়ে গর্ব করতে দেখা যায়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রাধার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এই ক্রম বিকাশ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী। রাধা চরিত্রের বিকাশে ও পরিণতিতে বড়ু চণ্ডীদাস চরম দক্ষতা ও চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। বারো বছর থেকে চোদ্দ বছর—মোট এই দুই বছরে রাধার মানসিক বিবর্তনের রূপরেখাটি কবি সূক্ষ্মভাবে অঙ্কন করেছেন। কাব্যের প্রথম দিকের খণ্ডগুলিতে সংসারানভিজ্ঞা, রূঢ় সত্যভাষিণী, অল্প বয়স্কা অশিক্ষিতা গোপ বালিকা রূপে রাধাকে পাওয়া যায়। কবি ঘটনাকৌশলের আবর্তে সহজ-সরল-মূঢ় গ্রাম্য বালিকার হৃদয়ে কামনার আগুন জ্বেলে 'বংশী খণ্ড' থেকে যেভাবে প্রেমবন্যায় ভাসিয়ে রাধাকে 'রাধা-বিরহ' খণ্ডে অনন্ত প্রেমের রাজ্যে নিয়ে গেছেন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এমনটি দুর্লভ। সর্বশেষ খণ্ডে ৬৯টি পদে বিরহ কাতরাহত রাধা পাঠকের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। বড়াইর কাছে কৃষ্ণকে এনে দেবার জন্য রাধার হৃদয় ক্রন্দন গভীর মর্মস্পর্শী হয়েছে। মদন জ্বালায় জর্জরিত রাধা অপরিণত বয়সের কৃতকর্মের জন্য মানসিক দিক থেকে যেমন লজ্জিত হয়েছে, তেমনি কৃষ্ণের কাছে দেহ-মন সম্পূর্ণ সমর্পণ করে বিগত দিনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতেও প্রস্তুত। রতিসুখ লাভ করে, রাধার যৌবনকে জাগ্রত করে যেভাবে কৃষ্ণ তাকে ছেড়ে গেছে, তার জন্য রাধা নিজেকেই বার বার দোষী সাব্যস্ত করে মিলনসুখী মন নিয়ে বিরহের আর্তিকে প্রকাশ করেছে। কবির রাধা 'তিন ভুবন জনমোহিনী।' গ্রাম্য বালিকার চিত্তে কাম ও প্রেমের উন্মেষ ও জাগরণ ঘটিয়ে কবি রাধা-বিরহ খণ্ডে রাধাকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তার সঠিক রূপ প্রকাশ পেয়েছে ড. সুকুমার সেনের ভাষায়। তিনি বলেছেন—".....সেই গোপকন্যা কখন যে শাশ্বত রসিকচিত্তবলভীর প্রৌঢ় পারাবতী শ্রীরাধায় পরিণত হয়েছে তাহা জানিতেও পারি না।" মূলতঃ 'রাধা বিরহে'র রাধার মধ্যেই বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীমতী রাধিকার 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়ে প্রীতি ইচ্ছা'র বীজ কবি বপন করেছেন।

কৃষ্ণ ঃ কৃষ্ণ চরিত্রটি অমার্জিত গ্রাম্য গোঁয়ার জাতীয় যুবকের আদলে রচিত। তার সংলাপ সর্বত্র মার্জিত নয়। গ্রন্থের 'রাধা-বিরহ' খণ্ডে হঠাৎ কৃষ্ণের যোগ সাধনার কথাটি কিছুটা খাপছাড়া মনে হয়। 'অহোনিশি যোগ ধেয়াই' (পদ-২৯) এবং 'নানাতপবলে তোহ্মা মোরে দিল বিধী'। (পাদ-১২)—যোগসাধনা, যোগ-যোগিনীর সাজার কথা আছে। 'রাধা-বিরহ' অংশে কৃষ্ণকে অনেক অমধুর কথা বলতে দেখা যায়। তার ঔদ্ধত্য, বিশ্বাসঘাতকতার রূপের পাশাপাশি বাগাড়ম্বরও লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণ নানাভাবে রাধাকে অপদস্থ করে তার উদ্দেশ্যে অনেক অশালীন শব্দও ব্যবহার করেছে। তবে ৫৪ সংখ্যক পদে বড়ায়ির প্রতি কৃষ্ণের 'আর একটি কথা বড়াই শোনো, তোমার হাতে ধরে বলছি। রাধাকে অত্যন্ত যত্নে রেখো নিজের মনে করে'।—এই উক্তিটির মধ্যে কৃষ্ণের রাধার প্রতি মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়—যা সমগ্র চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিক্রম।

বড়াই ঃ এই চরিত্রটি 'টাইপ' চরিত্র। জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণ রত্নাকর' এ যে কুট্টনীর বর্ণনা পাওয়া যায় তারই হুবহু প্রতিচ্ছবি যেন বড়াই। তবে কাব্যের প্রথম দিকে কৃষ্ণের দূতীরূপিণী বড়াইয়ের মধ্যে কুট্টনীর যে ছায়া সম্পাত ঘটেছে পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষ করে 'রাধা-বিরহ' অংশে বড়াইর হৃদয়-গভীরে রাধার জন্য মাতৃহৃদয়ের কোমল মধুর রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। রাধার হৃদয়জ্বালা নিবারণের জন্য বড়াইর আপ্রাণ চেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ড. সুকুমার সেনের ভাষায় "গোড়ায় সে কৃষ্ণের দূতী, কিন্তু পরিণামে সে রাধারই বড়মা, রাধার জন্য আসি যাই করি মোর আকুল পরাণ'—তাহার অন্তরের কথা।"

নারদ ঃ নারদ মুনির চরিত্রটি নিছক হাস্যরস সৃষ্টির উপকরণ হিসাবেই স্থান পেয়েছে। এই চরিত্রের অন্য কোনো গুরুত্ব নেই।

৪২.৪.৫. প্রকৃতি ও তার ভূমিকা

পঞ্চদশ শতাব্দীতে লেখা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে প্রকৃতিচিত্র ও তার ভূমিকা অনবদ্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যদিও তখন আধুনিক যুগের মতো প্রকৃতি কাব্যসাহিত্যে নিজস্ব সত্তায় উদ্ভাসিত হয়নি। কাব্যখানির জন্মলগ্নে, কাব্যের নায়ক কৃষ্ণের জন্মকালেই প্রকৃতি দিয়ে আরম্ভ। এরপর রাধা-কৃষ্ণের দেহ সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রকৃতির নানা রূপ-রসের তুলনা, নানা ফুলের বর্ণনা রয়েছে। তবে এগুলি প্রথাসিদ্ধ বর্ণনা মাত্র। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের গভীর একাত্মতার চিত্রও আছে। বংশী খণ্ডে এবং রাধা-বিরহ অংশে প্রকৃতি ও মানুষ একান্ত হয়ে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে। 'আমের শাখে মুকুল ধরেছে, মধুলোভে ভ্রমর গুঞ্জন করছে, ডালে ডালে কোকিলের কুহুতান—বিরহকাতর হৃদয়ে বজ্রের আঘাতের মতই নিদারুণ লাগছে।'—এখানে রোমান্টিকতার ছোঁয়া লেগেছে।

মধ্যযুগের মঙ্গালকাব্য ধারায়—নায়িকার দুঃখ বিবরণ আমরা 'বারোমাস্যা'য় পাই। বড়ু চণ্ডীদাস 'রাধা-বিরহ' অংশে রাধা 'চৌমাসিয়া' বিরহের গীত গেয়েছেন। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন এই চারমাসের বাংলার প্রকৃতি চিত্রের সঙ্গে রাধার মদনজ্বালায় জর্জরিত হৃদিবেদনা একাকার হয়ে গেছে। আষাঢ় মাসের নবমেঘের গর্জন, শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা, ভাদ্রের মেঘে ঢাকা অন্ধকার পরিবেশ, আশ্বিনের মেঘোন্মুক্ত নির্মল আকাশ ইত্যাদির সঙ্গে রাধার বিরহ আর্তি একাত্ম হয়েছে। প্রকৃতি চিত্রের প্রেক্ষাপটে রাধার অশ্রুবর্ষণ, নিদ্রাহীনতা, পুষ্পশরের জ্বালা, প্রকৃতির বুকে প্রাণীদের মিলনোৎসব, কাশফুলের সৌন্দর্য—সবের মধ্যে কৃষ্ণবিরহিনী রাধার বেদনা-আর্তি ঘনীভূত রূপ পেয়েছে। 'চৌমাসিয়া' তে প্রকৃতির সঙ্গে রাধার অন্তরের অনুভূতি নিবিড় ঐক্য লাভ করেছে। প্রকৃতির বাহিরের রূপ ও তার অন্তরশক্তির মেলবন্ধন চিত্র প্রকাশে বড়ু চণ্ডীদাস সার্থক। কবি বিরহ ও মিলনকে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছেন। এককথায় 'রাধা-বিরহ' অংশে প্রকৃতি ও মানব একাত্ম হয়ে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে।'

৪২.৪.৬ নাট্যগুণ

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন আগাগোড়া নাট্য-লক্ষণাক্রান্ত আখ্যান কাব্য রূপে সুচিহ্নিত। এই কাব্যে নাট্যগুণ ও কাব্যগুণের সার্থক মিলন ঘটেছে। 'নাট্যগীত পাঞ্চালী' রূপে কাব্যখানি সার্থক। নাটক ঘটনাপ্রধান, চরিত্রপ্রধান গতিময় সাহিত্য শাখা। এই কাব্যের মূলত কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই এই তিনটি চরিত্রকে ঘিরে মূল কাহিনী উক্তি-প্রত্যুক্তি বা একজনের প্রতি অন্যজনের উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 'তামুবুল খণ্ড' থেকে 'যমুনা খণ্ড' পর্যন্ত যে গতিবেগ দেখা যায়—'রাধা-বিরহে'র দু-একটি পদ বাদ দিলে সেই গতি অনেকটা মন্থর। রাধার আর্তি ও হাহাকার ও বড়াইর সান্ত্বনাই এই অংশে প্রাধান্য

পেয়েছে। রাধা ও বড়াইর উক্তি দু-একটি পদে কৃষ্ণের উক্তি এই অংশে আছে। পাত্র-পাত্রীর উক্তি প্রত্যুক্তি আছে বলেই সমালোচকগণ এই কাব্যকে 'নাট্যগীতি কাব্য' বলে চিহ্নিত করেছেন। 'রাধা-বিরহে'র মধ্য দিয়েই কাব্যের ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটেছে। একদিন না বুঝে গর্বভরে যে রাধা কৃষ্ণকে প্রত্যাখান করেছিল সেই রাধাই চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কৃষ্ণকে পেতে চায় তার কণ্ঠে ধ্বনিত করুণরসস্নাত বাণী। যন্ত্রণাবিদ্ধ রাধার কাতরোক্তি বড়ই মর্মস্পর্শী ও নাট্যরসে ভরা।

৪২.৪.৭ কাব্য মূল্যায়ন

'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যখানি অবিমিশ্র লোকজীবন তন্ময় কাব্য। লোক জীবন আশ্রিত কাব্য। ভাষাভঙ্গিমা, চরিত্র-চিত্রণ, কাহিনীর সংহত রূপ ও নাটকীয় চমৎকারিত্বের বিচারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এক অনন্য কাব্য। এই কাব্যের ছন্দ অনেকটাই পয়ার জাতীয়। কিন্তু, এই পয়ার ছন্দে ধ্বনি প্রবাহ সংহত নয়, অনেকটা আলগা। ত্রিপদী ও সুষম নয়। তবে পয়ারের চারটি ছত্র নিয়ে সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে 'চউপঈ' জাতীয় স্তবক গঠনের মধ্যে নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। গীতিকবিতা সুলভ সুর মূর্চ্ছনা ও রমণীয়তাও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে 'বংশী খণ্ড' ও 'রাধাবিরহ' খণ্ডে এর পরিচয় আছে। 'রাধা বিরহ' অংশে রাধার নীরব বেদনার হাহাকার অনন্ত বিরহ-বেদনার ব্যাকুল বাণীকেই ফুটিয়ে তুলেছে। গীতিধর্মিতার লক্ষণ 'বংশীখণ্ড' ও 'রাধা-বিরহ' অংশের প্রতিটি পদেই লক্ষ্য করা যায়। রাধার বেদনার্তি অনন্ত বেদনায় সংহত হয়েছে—

"আল হেরি বড়ায়ি
কাহ্নাঞিঁ মোরে আনিআঁদে।
আল পরাণের বড়ায়ি
কাহ্নাঞিঁ মোকে আনিআঁদে।।

রাধার অন্তর্ভেদী বেদনা দুটি চরণের পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে সার্থক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতির সার্থক ব্যবহারে, লৌকিক ভাষার যথাযথ প্রয়োগে, নাট্যগুণের ছোঁয়ায় 'রাধা-বিরহ' অংশটি সাহিত্যগুণে মণ্ডিত।

লোকমুখের ভাষা অর্থাৎ মাটির সম্পদকে (Product of the soil) বড়ু চণ্ডীদাস অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তাঁর কাব্য লৌকিক প্রেমের কাব্য—সেই কাব্যের ভাষা ব্যবহারে অত্যন্ত সচেতনভাবে সংস্কৃত ও সংস্কৃতানুগ ভাষাকে এড়িয়ে তিনি লোকমুখের ভাষাকেই তাঁর কাব্যের প্রধান সম্পদরূপে গ্রহণ করেছেন। গ্রামীণ জীবনের কথাবার্তা, নর-নারীর তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-ঝাটি, গালি-গালাজের ভাষা অবিকল ভাবে কবি তুলে ধরেছেন এই ভাষার মাধ্যমে। গ্রামীণ প্রবাদ ভাণ্ডারের অনেক সম্পদ এই কাব্যে ঠাঁই পেয়েছে।

রাধিকার 'মোর'মন যেন পোড়ে যেন কুম্ভারের পণি'র মত বহু উপমাতে লৌকিক জীবনরস দান করেছেন কবি। কয়েকটি সার্থক প্রবাদ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল—

(১) 'পাত পাতি আঁ কেহ্নে নাহি দেহ ভাত।'
(পাত পেতে কৃষ্ণ ভাত দেওনা কেন?)

(২) 'যেখানে সূচী না জা এ। তথা বাটিআবহার্ত্র।।
(ছুঁচ হয়ে ঢোকে ফাল হয়ে বেরোয়।) ইত্যাদি।

এই কাব্যে বহু শব্দ ও বাক্য আছে যেগুলি গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে একাত্ম। যেমন—'সুখান ডালেতে বসি কাক কাঢ়ে রাত্রে' 'মাঙ্গে সুরতি।'—'সুখান', কায়ে রাত্রে, 'মাঙ্গে' ইত্যাদি শব্দগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শৃঙ্গার রসের কাব্য হয়েও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' হাস্যরস উপেক্ষিত হয় নি। 'নারদ' চরিত্রের মধ্য দিয়ে কবি হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। পৌরাণিক নারদকে শ্রোতা ও পাঠকদের মনোরঞ্জন করতেই কবি নারদকে ভাঁড় রূপে চিত্রিত করেছেন। জন্মখণ্ড থেকে শুরু করে 'রাধা-বিরহ' পর্যন্ত হাস্যরস প্রবহমান। 'রাধা-বিরহ' অংশে যখন দেখি কামুক কৃষ্ণ সাধুর মতো কথা বলে—

'এবে-দেহে মোর নাহি বিকার।
আমার দেখীল সব সংসার।।'

কৃষ্ণ চরিত্রের এই অসঙ্গতিপূর্ণ কথার মধ্যেই হাস্যরসের বীজ লুকানো আছে। কবি সচেতনভাবেই গুরুগম্ভীর রসের পাশাপাশি লঘু হাস্যরসকে স্থান দিয়ে কাব্যখানিকে আস্বাদনীয় করে তুলেছেন।

সুতরাং সামগ্রিক বিচারে বলা যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর উৎসমুখ খুলে দিয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধার যেখানে শেষ সেখান থেকেই বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার যাত্রা শুরু।

৪২.৪.৮ 'রাধাবিরহ' অংশ কি প্রক্ষিপ্ত?

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের মোট তেরোটি খণ্ডের মধ্যে এক থেকে বারো অংশ বিভিন্ন নামের সঙ্গে 'খণ্ড' শব্দটি যুক্ত আছে। একমাত্র 'রাধা-বিরহ' অংশে এই শব্দটি নেই। এছাড়াও আরো কিছু কিছু তথ্য থেকে এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত বলে প্রথম সংশয় প্রকাশ করেন—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। তাঁর মতে '.....বড়ু ও বাসলী যে সব ভণিতায় নেই, সেই পদগুলি প্রক্ষিপ্ত।' পরবর্তীকালে বিমানবিহারী মজুমদার 'রাধা-বিরহ' অংশকে সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তিগুলি হ'ল—

(১) শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ১২টি অংশে 'খণ্ড' শব্দ থাকলেও শেষ অংশটিতে 'খণ্ড' শব্দ নেই।

(২) পূর্বের ১২টি খণ্ডে বড়াইর যে ভূমিকা ও চরিত্রবৈশিষ্ট্য দেখা যায়, 'রাধা-বিরহ' অংশে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আগাগোড়া কৃষ্ণের দূতী হয়ে কাজ করেছে বড়াই। অর্থাৎ কুট্টনীর ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু শেষ খণ্ডে রাধার প্রতি মমতাময়ী রূপে ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই অংশ বড়াই যেন কৃষ্ণকে চেনেই না।

(৩) 'রাধা-বিরহে'র পূর্বে অন্তত ৫ বার রাধা-কৃষ্ণের রতিসম্ভোগ ঘটেছে। শেষ অংশে তার বিন্দুমাত্র আভাস নেই।

(৪) ভাষাগত দিক থেকেও পার্থক্য আছে। শেষ অংশের ভাষা পূর্বের অংশগুলির ভাষার চেয়ে আধুনিক।

(৫) পটভূমিকার দিক থেকেও কোনো মিল নেই।

(৬) 'রাধা-বিরহে'র ৮টি ভণিতায় যা আছে তা পূর্ব খণ্ডগুলির ভণিতায় নেই। যেমন 'বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে।'

এই মতের সমালোচনা ঃ লিপিকরের ভুলবশত 'খণ্ড' শব্দটি যুক্ত নাও হতে পারে। কৃষ্ণকে বড়াই মোটেই চেনেনি—এযুক্তি মানা যায় না। কারণ 'রাধা-বিরহ' অংশে বড়াইর নির্দেশেই রাধা-কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছে। কবি হয়তো শ্রোতাদের কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতেই এই কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। বড়াইর চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বড়াইর চরিত্রের মূল রূপ শেষ অংশেও বজায় আছে আর তার স্নেহশালিনী রূপের উদ্বোধন ঘটেছে, 'বংশী খণ্ডে'ই। পাঁচবার রাধাকৃষ্ণের

মিলনের ব্যাপারটি বড়াই গোপন রাখতে বলেছিল। তাছাড়া এই অসামাজিক মিলনের গোপনীয়তা মনস্তত্ত্বসম্মত। ভাষাগত বিচারেও অভিযোগ মেনে নেওয়া যায় না। 'রাধা-বিরহ' অংশের ভাব ও সুর, হৃদয়-আর্তির সঙ্গে যুক্ত। যার ফলে এই অংশের ভাষায় ভিন্নমাত্রা যুক্ত হয়েছে। বিষয় ও মানসিক অবস্থার প্রেক্ষাপটেই ভাষার পরিবর্তন ঘটেছে। শুধু 'ভণিতা'কে অবলম্বন করে অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত বলা ঠিক নয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কাব্য গঠনের দিক থেকে, স্থান-কালের পারম্পর্য বিচারে, বয়স অনুসারে রাধার চিন্তা-চেতনার অগ্রগতি লক্ষ্য করে, চরিত্রের ক্রমপরিণতির বিচারে এবং কবির ক্রমবিকশিত প্রতিভার স্তর উপলব্ধি করে আমরা বলতে পারি 'রাধা-বিরহ' অংশটি প্রক্ষিপ্ত নয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি বিচার করলে দেখা যায় কাহিনী, আঙ্গিক, চরিত্র, ভাব-ভাষা সবদিক থেকেই শেষ অংশটির সঙ্গে অন্যান্য খণ্ডের গভীর যোগসূত্র আছে। রাধা চরিত্রের ক্রমপরিণতিদানেও এই অংশের প্রয়োজন ছিল। 'বংশীখণ্ডে' কাব্যের সমাপ্তি ঘটলে কাব্য কাহিনী খণ্ডিত হতো এবং রাধাকেও অসম্পূর্ণভাবে পাঠক পেতো।

৪২.৪.৯ শব্দার্থ ও ভাষাতাত্ত্বিক টীকা

কাহ্নাঞিঁ—কানাই
তোহ্মে—তোমাকে
এবেঁ—এখন
তেজিতেঁ—ত্যাগ করতে
ভাঁগিল—ভাঙল
রাহী—রাধা
বিথর—বিস্তৃত
বুলিআঁ—বলে
নঠী—নষ্ট
কৈলোঁ—করিল
ঠাঁঠী—ঠেঁটা, প্রগলভ
রতনমুদড়ী—সোনার আংটি
নিকুপেঁ—চুপ করে
লাগ—নাগাল
কেঁমতে—কেমন করে
তিলাঞ্জলী—জলাঞ্জলি
পরসরস—স্পর্শরস
তেকারণে—সেইজন্য
ঝালিয়ার—মরীচিকার
আয়াসেঁ—আরামে
তেজিলো—ত্যাগ করলো
জিবোঁ—জীবিত
ভৈল—হ'ল
লঞাঁ—নিয়ে
পাঞাঁ—পাইব
তোক্রেঁ—তুমি
আণ—আনো
এড়িঞাঁ—ছেড়ে, এড়িয়ে
চুম্বিআঁ—চুম্বন করে
লুনী—ননী
মনসিজশর—মদনশর, মদন শয্যা
তরাসিত—ভীত
ক্ষণে—কখনো
আপণেঞি—নিজেই
পুছহ—জিজ্ঞাসা করছো
উপেখিআঁ—উপেক্ষা করে
মতি ভোলে—মতিভ্রমে
থুইআঁ—রেখে
শরণ-ভৈলোঁ—আশ্রয় নিলাম
তুষিলেঁ—তুষ্ট করলে
সিয়ানে—সেয়ানা, চালাক
ভাণ্ডী—ভোলানো।
তভোঁ—তবু
সমানে—সম্মানে
মতিমোষেঁ—মতিভ্রংশে
কথাঁ—কোথায়
পরসাঁদে—প্রসাদে
তিরীবধ—স্ত্রী-বধ

আবথা—অবস্থা	নিফলে—নিষ্ফলে	কিকে—কিজন্য
দূতর—দুস্তর	বাত্র—বাতাস	সংপুণ—সম্পূর্ণ
ভজিলোঁ—ভজনা করলাম	বিদার—বিদীর্ণ	আমরিষে—রাগ করে
জীএঞাঁ—জীবনরক্ষা কর	মুণ্ডিয়া—মুণ্ডণ করে	লৈলোঁ—নিল
ধেআনে—ধ্যানে	পরতয়—প্রত্যয়, বিশ্বাস	দুঅজ—দ্বিতীয় প্রহর
পুছিএঞাঁ—জিজ্ঞাসা করে	মৌহারী—মনোহর	তিঅজ—তৃতীয় প্রহর
গিআ—গমন করে	সহিলোঁ—সহ্য হলো	চউঠ—চতুর্থ প্রহর
অথবেঁথে—ব্যস্ত-সমস্ত	কুয়িলী—কোকিল	বাসলী—শক্তিদেবী, কালী
মুরুছা—মূর্চ্ছা	ঊতাপঠ—ব্যথিত	বিহাণে—বিহণে, ছাড়া

(ঞ) শব্দার্থসহ ভাষাতাত্ত্বিক টীকা ঃ

অশঙ্কেত (সঙ্কেত)—সঙ্কেত > অশঙ্কেত—'অ'-অর্থহীন, আগম

আঅর (আর, অপর) অপর > অবর > আঅর > আঅর (তদ্ভব শব্দ)

আইল (এলো) আগত + ইল (অতীত কাল অর্থে)

অছিদরী (ধূর্ত) আ + ছিদর + ঈ (স্ত্রী লিঙ্গে)

আনপাণি—(অন্নপানীয়)—আণ + পাণী

অন্ন > আন, পাণীয় > পাণী

আন্ধারী—(অন্ধকার) আন্ধার + ঈ প্রত্যয়।

অন্ধকার > আন্ধার

আহ্মা—(আমাদিগকে) অস্মাকম্ > অম্হাকম

অমহাঅঁ > আম্হা > আহ্মা।

আল (ওলো—স্ত্রীলোকের নিজ লিঙ্গের প্রতি সম্বোধন)

হলা > হালো > আলো, আল

আশো আস (আশ্বাস)—আশ্বাস > আশোয়াস স্বরভক্তি + 'এ' বিভক্তি।

উপজিব—(উৎপন্ন হবে) উপজ + ইব (ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি)

ঊড়ী (উড়ে)—ঊড্ড + ঊড়। ঊড় + ঈ = ঊড়ী।

এড়িএঞাঁ (ত্যাগ করে) এড় + ইএঞাঁ = এড়িএঞাঁ (অসমাপিকা ক্রিয়া)

কাহ্ন (কৃয়্ন) কৃয়্ন > কণহ > কাণহ, কাহ্ন।

কাটিল (অতিবাহিত হলো কিংবা কেটে গেছে)

কর্তিত > কট্টিঅ > কাটি। কাটি + ইল (<ইল্ল)

ঘাঅত (ঘায়ে) ঘাঅ + ত = কাটিল (সপ্তমী বিভক্তি)

চউঠ (চার) চউট্ঠ> চউঠ

চাহিআঁ (খোঁজ) —চাহ্ + ইয়াঁ। চক্ষেতে > চখখতে > চাখ > চাহ। (ইয়াঁ—অসমাপিকা অর্থে)

ছারেঁখারেঁ—(অধঃপাতে) ক্ষারখার > ছারখার।

'ছার' হচ্ছে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত + এ, 'খার' হচ্ছে (শৌরসেনী প্রাকৃত) + এ = ছারেঁ খারেঁ (স্বতোনাসিক্যীভবন) দূতর—(সীমাহীন) দুস্তর > দুত্তর > দূতর।

থল — (স্থল) স্থল > থন (বর্ণলোপ)।

দহ — (হ্রদ) হ্রদ > হদ > দহ (বর্ণ বিপর্যয়)।

ঝি— (কন্যা) দুহিতা > ধিতা > ধিআ > ঝিআ > ঝি।

ততোঁ — (তবুও)—তবু + হোঁ (নিশ্চয়ার্থক)।

বাত (খবর) বার্তা > বাত্তা > বাত।

বালী — (বালিকা) —বালিকা > বালিআ > বালী।

ভকতী — (ভক্তি) ভক্তি > ভকতি, ভকতী (স্বরভক্তি)।

লাগ— (নাগাল) —লগ্ন > লগ্গ > লাগ।

শিসতে— (সিঁথিতে) —শির + তে (অধিকরণে)।

সুরুজ (সূর্য)—সূর্য > সুরুজ (স্বরভক্তি)।

সোয়াথ (স্বস্তি)—স্বস্থ > সুঅথ > সোয়াথ।

সিঅল, সিয়ল (শীতল) —শীতল > সিঅল, সিয়ল।

৪২.৫ সারাংশ

এই এককে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের 'রাধাবিরহ' অংশের মূল পদগুলি, তার সহজ সরল ব্যাখ্যা, চরিত্র আলোচনা, প্রকৃতি ও তার প্রভাব, নাট্যগুণ, কাব্য, মূল্যায়ন, প্রক্ষিপ্ত কিনা তার বিচার, শব্দার্থ ও ভাষাগত টীকা বিস্তৃতভাবে আছে। বাঙলা সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ে সমগ্র কাব্যখানি সম্পর্কে যে মোটামুটি ধারণা ও জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তা আরো নিবিড়ভাবে উপলব্ধির জন্যই কাব্যের শেষ অংশের আলোচনা।

মোট ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শেষ অংশ 'রাধাবিরহ' অংশের মূল কাহিনীতে রাধার বিরহ বেদনা চরম রূপে প্রকাশ পেয়েছে। যদিও এর শুরু 'বংশী খণ্ডে'। রাধার তেরো থেকে পনেরো বছর অর্থাৎ দু'বছরের জীবনবৃত্তান্ত সমগ্র কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই অংশে পূর্ণযৌবনা রাধার অতৃপ্ত যৌন-বাসনা ব্যক্ত হয়েছে। কৃষ্ণ রাধার দেহে মনে রতিসুখের আগুন জ্বেলেই রাধার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। কৃষ্ণকে দীর্ঘদিন দেখতে না পেয়ে রাধা আকুল হয়ে বারবার বড়াইকে অনুরোধ করেছে কৃষ্ণের সঙ্গে তাকে মিলিত করার জন্য। নাবালিকা অবস্থায় কৃষ্ণের প্রেমকে প্রত্যাখান করার অনুশোচনার পাশাপাশি প্রায়শ্চিত্তের জন্যও রাধা প্রস্তুত । বড়াই রাধার তৃষ্ণা মেটাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কৃষ্ণ অন্য জগতের অধিবাসী। কদমতলায় কৃষ্ণের শর্ত অনুযায়ী রাধার আগমন। মিলনরাত্রিযাপন। তারপর অজান্তে মথুরায় গমন। রাধা ঘুম থেকে জেগে কৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে বড়াইকে বারবার অনুরোধ করে কৃষ্ণকে আনবার জন্য। কিন্তু রাধার বিরহ বেদনার কথা শুনেও রাধার প্রীতিবোধের অভাব, বাক্যজ্বালা ইত্যাদির জন্য কৃষ্ণ রাধার কাছে আর ফিরে যাবে না বলে। প্রসঙ্গক্রমে মথুরায় কংসবিনাশের জন্য এসেছে এ তথ্যও বড়াইকে বলে। এই পর্যন্তই কাহিনী রয়েছে। এর পরই পুঁথি খণ্ডিত। সুতরাং পরে কি ঘটেছিল তা আমাদের অজানা।

'রাধাবিরহ' অংশ ৬৯টি পদের সমষ্টি। প্রত্যেক পদের শিরোনামে রাগাদির উল্লেখ আছে। প্রতিটি পদের শেষেই কবির ভণিতা আছে। অধিকাংশ পদে 'বাসলীভক্ত চণ্ডীদাস' ভণিতায় থাকলেও অন্ততঃ আটটি পদের ভণিতায় 'চণ্ডীদাস' কিংবা অন্তত বড়ু চণ্ডীদাস' ইত্যাদি দেখা যায়। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বিমানবিহারী মজুমদার এই অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করলেও তাঁরা যে সব যুক্তি তুলে ধরেছেন তা সর্বগ্রাহ্য নয়।

'রাধাবিরহে'র রাধার যেখানে শেষ—বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার সেখানে আরম্ভ। রাধার ক্রমবিবর্তিত রূপের সার্থক পরিণতি এই অংশে ঘটেছে।

বসন্তরঞ্জন রায় আবিষ্কৃত গ্রন্থখানি তুর্কী আক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন আলোর প্রতীক। আদি মধ্যযুগের এই কাব্যে লৌকিক কৃষ্ণ-রাধাকেন্দ্রিক কাহিনীতে অশ্লীলতা থাকলেও 'রাধা-বিরহ' খণ্ডে তার নামমাত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না। বংশীখণ্ড থেকেই কাহিনী নতুনপথে অগ্রসর হয়েছে। 'রাধা-বিরহ' অংশটি পাঠ করলেই বোঝা যায় কৃষ্ণমিলন পিপাসু রাধার বিরহ আর্তির মধ্যে অনন্ত প্রেমের সুরভি লুকোনো আছে। এই অংশে রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াইর চরিত্রে নতুনমাত্রা যুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন পদে বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি, রাধার প্রতি বড়াইর উক্তি, কৃষ্ণের প্রতি বড়াইর, বড়াইর প্রতি কৃষ্ণের নানা উক্তির মধ্য দিয়ে নাট্যসংলাপের মাধুর্য প্রকাশ পেয়েছে। ছোটো-ছোটো সংলাপের মধ্য দিয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানসিক সঙ্কট প্রকাশ পেয়েছে। আষাঢ় শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই চারমাসকে নিয়ে কবি রাধার 'চৌমাসিয়' লিখেছেন। এই চার মাসের প্রকৃতি চিত্রের সঙ্গে রাধার হৃদয় আর্তি একাকার হয়েছে। এই অংশে গীতিধর্মিতা লক্ষণীয়। গীতিকবিতাসুলভ সুরমূর্চ্ছনা ও রমণীয়তাও প্রায় প্রতিপদে আছে। লোকভাষার ব্যবহারে হাস্যরস পরিবেশনে যথার্থ অলঙ্কার সজ্জায় 'রাধা-বিরহ' অংশটি যেমন আকর্ষণীয় তেমনি রাধার অন্তর্ভেদী বিরহ আর্তিতে অংশটি করুণ রসে ভরা। দুরূহ শব্দাদির সহজ অর্থ ও বিভিন্ন শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক টীকা দেওয়া হলো। এর সাহায্যে পদগুলির অর্থ অনুধাবন সহজ হবে।

৪২.৬ অনুশীলনী

১। নিচের বিবৃতিগুলি ঠিক কিনা ডান পাশের ঘরে টিক চিহ্ন (√) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
(ক) বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য প্রাচীন যুগের।	☐	☐
(খ) বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য ১৩টি খণ্ডে রচিত।	☐	☐
(গ) 'রাধা বিরহ' অংশটি কাব্যের প্রথম খণ্ডে আছে।	☐	☐
(ঘ) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে শুধু কৃষ্ণ ও রাধার চরিত্র আছে।	☐	☐
(ঙ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানি লৌকিক ভাষায় লিখিত।	☐	☐
(চ) বড়ু চণ্ডীদাস মনসাদেবীর সেবক ছিলেন।	☐	☐
(ছ) 'রাধা-বিরহ' অংশে মোট ৬৯টি পদ আছে।	☐	☐
(জ) রাধা-বিরহ অংশটি সম্পূর্ণ।	☐	☐

২। শূন্যস্থানে যথাযথ শব্দ বসিয়ে পূরণ করুন।

(ক) রাধা বিরহ অংশ ——— ——— ভরা।

(খ) 'রাধা বিরহ' অংশে বড়াই ——— ——— রূপে চিত্রিত।

(গ) নারদ চরিত্র ——— সৃষ্টি করেছে।

(ঘ) কৃষ্ণের ——— সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

(ঙ) 'রাধা-বিরহ' অংশ ——— ও ——— একাত্ম হয়েছে।

(চ) 'রাধা-বিরহে'র ——— সমাপ্তি, বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার ———।

(ছ) 'রাধা বিরহে' রাধার প্রেম ———।

(জ) বাসলী দেবী হলেন ——— বা ———।

৩। নিচের শব্দগুলির অর্থ লিখুন।

কুয়িলী, সংপুন, গিআঁ, তোহ্মে, জিবোঁ, ভৈল, পুছহ, লুনী, তিয়জ, আন্ধারী।

৪। ভাষাতাত্ত্বিক রূপরেখাটি তুলে ধরুন।

আঅর, উপজিব, আহ্মা, আনপানি, কাহ্ন।

৫। 'রাধা-বিরহ' অংশের রাধা চরিত্রটি সহজ ভাষায় ছ'টি বাক্যে প্রকাশ করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৬। 'রাধা-বিরহ' অংশটি কেন অন্যান্য খণ্ডের চেয়ে পৃথক? এ সম্পর্কে ৫টি বাক্যে আপনার মতামত জ্ঞাপন করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

৭। 'রাধা-বিরহে'র 'চৌমাসিয়া' অংশটির মর্মার্থ নিজের ভাষায় ৬টি চরণে লিখুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪২.৭ উত্তরমালা

১। (ক) ভুল (খ) ঠিক, (গ) ভুল, (ঘ) ভুল, (ঙ) ঠিক, (চ) ভুল, (ছ) ঠিক, (জ) ভুল।

২। (ক) বিরহ আর্তিতে (খ) মমতাময়ী জননী (গ) হাস্য, (ঘ) যোগসাধনা, (ঙ) প্রকৃতি, মানুষ, (চ) যেখানে, সেখানে শুরু, (ছ) অনন্ত, (জ) শক্তিদেবী কালী।

৩। কোকিল, সম্পূর্ণ, গমন করে, তোমাকে, জীবিত, হ'ল, জিজ্ঞাসা কর, ননী, তৃতীয় প্রহর, অন্ধকার।

৪। অপর > অবর > আঅর > আঅর > (তদ্ভব শব্দ), উপজ + ইব, (ভবিষ্যৎকালের বিভক্তি), অস্মাকম্ > অম্হাকম > অম্হাঅঁ > আম্হা > আহ্মা, আন্ + পাণী, অন্ন > আন, পাণীয় > পাণী। কৃষ্ণ > কণহ > কাণহ্, কাহ্ন (তদ্ভব)

৫। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের বংশীখণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত রাধা ছিল অশিক্ষিতা গোপকন্যা। কিন্তু রাধা-বিরহ খণ্ডে অনন্তপ্রেমের পূজারিণী হয়েছে। কৃষ্ণকে পাবার জন্য বড়াইর কাছে রাধা যে বিরহ বেদনার আর্তি প্রকাশ করেছে তা বড়ই মর্মস্পর্শী। মদনজ্বালায় জর্জরিতা রাধার হৃদয়দ্বন্দ্বটি সার্থকভাবে প্রকাশ পাবার জন্য চরিত্রটি জীবন্ত হয়েছে। নিজেকে দোষী মনে করে মিলনমুখী একাগ্রতায় রাধা তার হৃদয় আর্তিকে প্রকাশ করেছে। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার উৎস খুঁজে পাওয়া যায় 'রাধা বিরহে'র রাধার মধ্য।

৬। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের ১২টি অংশে 'খণ্ড' শব্দটি যুক্ত আছে, কিন্তু 'রাধা-বিরহ' অংশে 'খণ্ড' শব্দটি নেই। কাব্যের অন্যতম সক্রিয় চরিত্র বড়াই। অন্যান্য খণ্ডে তাকে কুট্টিনী রূপে পাওয়া যায়। কিন্তু এই অংশে সে স্নেহশীলা মাতৃ-রূপিণী। বিভিন্নখণ্ডে কমপক্ষে পাঁচবার রাধা-কৃষ্ণের রতি-সম্ভোগের চিত্র আছে, কিন্তু এই অংশে তার কোনো আভাসই পাওয়া যায় না। অন্যান্য খণ্ডে আর্থিক ব্যাপারে 'কড়ি' শব্দটি থাকলেও, এই অংশে 'সোনা'র কথা আছে। ভণিতার ক্ষেত্রেও কয়েকটি পদে ভিন্ন-বিশেষণ বা নামপদ পাওয়া যায়।

৭। বড়ু চণ্ডীদাস প্রকৃতিকে মানুষের জীবনছন্দ থেকে বিচ্ছিন্নরূপে দেখেননি। 'চতুর্মাস্যা' বর্ণনায় প্রকৃতি ও মানুষের একাত্মতার পরিচয় পাওয়া যায়। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই চারমাসের প্রকৃতি বর্ণনার সঙ্গে রাধার হৃদয় ভাবনার সুর একাকার হয়ে গেছে। আষাঢ়ের মেঘগর্জন শুনে কৃষ্ণবিরহে রাধার দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা, শ্রাবণের বৃষ্টিধারায় চারদিক মুখর, কিন্তু রাধার চোখে ঘুম নেই। ফুলশরের জ্বালায় তার প্রাণ যায় যায়। ভাদ্র মাসে আকাশ মেঘে ঢাকা, প্রকৃতির বুকে মিলনানন্দে বিভোর ময়ূরী, দাদুরী, ডাহুকী। সেই মুহূর্তে কৃষ্ণের কথা রাতদিন ভেবে ভেবে রাধার বুক ভেঙে যায়। আশ্বিনে মেঘোন্মুক্ত আকাশ, দিকে দিকে কাশফুলের মেলা অথচ কৃষ্ণ ফিরে এলো না—একথা ভেবে রাধার হৃদয় আর্তি দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে।

৪২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। আদি মধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন — কৃষ্ণপদ গোস্বামী।

২। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন — অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য।

৩। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন — প্রদ্যোত সেনগুপ্ত।

৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন — বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত — ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা।

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — ড. সুকুমার সেন। (প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ)

একক ৪৩ ❑ বৈষ্ণবপদ—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস

গঠন

৪৩.১ উদ্দেশ্য
৪৩.২ প্রস্তাবনা
৪৩.৩ মূলপাঠ
৪৩.৪ মূল পাঠের ভাববস্তু বিশ্লেষণ ও কাব্য মূল্যায়ন।
৪৩.৫ বিভিন্ন পর্যায়ের পদগুলির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও সারাংশ।
৪৩.৬ সংক্ষিপ্ত কবি পরিচিতি ও তাঁদের কবিকৃতি আলোচনা
৪৩.৭ অনুশীলনী
৪৩.৮ উত্তরমালা
৪৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের চিরন্তন রূপরেখাটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের বিখ্যাত পদকর্তা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের কবিকৃতির নানা দিক জেনে এই চারজন কবির সৃষ্টি সম্পদের মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়, যথা—গৌরাঙ্গ বিষয়ক, পূর্বরাগ-অনুরাগ, অভিসার, প্রেম বৈচিত্র ও আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, ভাবোল্লাস ও মিলন প্রার্থনা ইত্যাদির মূল তথ্য ও রস ব্যঞ্জনা আস্বাদন করে প্রতিটি পর্যায়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- চৈতন্যপূর্ব, চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্য পরবর্তী—এই তিনটি স্তরের কবিদের রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার আস্বাদন সম্পর্কে ধারণা ও তার রূপদানের ক্ষেত্রে যে তারতম্য আছে তা জানতে পারবেন।
- বৈষ্ণব কবিগণ—'দেবতারে প্রিয় করি—প্রিয়রে দেবতা।' কিভাবে করেছেন—বিভিন্ন পদের ভাববস্তু জেনে বুঝতে পারবেন।
- ব্রজবুলি ভাষা, অলঙ্করণ মণ্ডণকলা, ছান্দসিক প্রকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিদের মৌলকত্ব কোথায় এবং কোন্ পদে কিভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আপনারা অর্জন করবেন।

- চণ্ডীদাসের সঙ্গে জ্ঞানদাসের এবং বিদ্যাপতির সঙ্গে গোবিন্দদাসের মিল কোথায়? চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তা জানতে পারবেন।
- বৈষ্ণব পদাবলীর রসবিচার ও বিভিন্ন কবির পদ মূল্যায়ন করে আপনারা নিজের ভাষায় বৈষ্ণবতত্ত্ব সাহিত্যরস ও কবিকৃতি সম্পর্কে মনের ভাবকে প্রকাশ করতে পারবেন।

৪৩.২ প্রস্তাবনা

চণ্ডীদাসের 'পূর্বরাগ' ও 'ভাবোল্লাস ও মিলন', বিদ্যাপতির 'মাথুর' ও 'প্রার্থনা', জ্ঞানদাসের 'প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ' ও 'রূপানুরাগ, এবং গোবিন্দদাসের 'অভিসার' ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পর্যায় থেকে মোট ৮টি পদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় প্রত্যেক কবির পরিচিতি ও তাঁদের পদগুলির কাব্য মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন পদের বহু শব্দের শব্দার্থও দেওয়া হয়েছে। পদগুলি দু'তিনবার পাঠের পর, আলোচনা ও শব্দার্থ ভালোভাবে শিখে আপনারা প্রতিটি পদের ভাববস্তু ও কবিদের সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন। পদাবলীর বিভিন্ন স্তরের পদগুলির ভাব-ভাবনা, রস-ব্যঞ্জনার দিকগুলিও স্পষ্ট অনুধাবন করে নানা প্রশ্নের উত্তর সঠিক ভাবে দিতে পারবেন।

চণ্ডীদাস - ১

পূর্বরাগ ও অনুরাগ

১

সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গোঁ
আকুল করিল মোর প্রাণ।।
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গোঁ
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করলি গোঁ
কেমনে পাইব সই তারে।।
নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গোঁ
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গোঁ
যুবতী-ধরম কৈছে রয়।।
পাসরিতে কবি মনে পাসরা না যায় গোঁ
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়।।

ভাবোল্লাস ও মিলন

২

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল।।
চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে
পুলক যৌবন-ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার।।
প্রভাত-সময় কাক-কোলাহলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে
উড়িল বসিল তায়।।
মুখের তাম্বুল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে সব ভেল শুভ
বিহি ভেল অনুকূল।।

বিদ্যাপতি - ২

১

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া।।
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।।
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছেঁ গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।।

২

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে।।
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগ-তারণ, দীন-দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা।।
আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়লুঁ
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- বসরঙ্গে মাতলুঁ,
তোহে ভজব কোন বেলা।।
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা।।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি-অনাদিক- নাথ কহায়সি,
অব তারণ-ভার তোহারা।।

জ্ঞানদাস - ৩

১

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়ে গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।।
সখি কি মোর করমে লেখি।।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি।।
উচল বলিয়া অচলে চড়িতে
পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে।।
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম-দোষে।।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল।।

২

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।
সই, কি আর বলিব।
যে পণ কর‍্যাছি মনে সেই সে করিব।।
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।

বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে।।
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা।।
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার।।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতির সার।।
গুরু-গরবিত মাঝে রহি সখী-সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে।।
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার।।
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে, ভেজাই আগুনি।।

গোবিন্দদাস — ৪

অভিসার

১

কন্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ- গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি।।
কর-যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কন-পণ ফণিমুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু-পাশে।।
গুরুজন-বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ।।

গৌরাঙ্গ-বিষয়ক

১

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব।।
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর।।
চঞ্চল চরণ- কমল-তলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর।।
অবিরত প্রেম- রতন-ফল-বিতরণে
অখিল-মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর।।

বৈষ্ণব পদাবলীতে 'শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর' — এই পঞ্চরসের প্রকাশ থাকলেও মূলত 'মধুর' রসের ধারায় দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-বিরহের নানা সুরে ঝঙ্কৃত পদগুলি কেন হৃদয়স্পর্শী তা বুঝতে পেরে প্রতিটি পদের যাতে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন তার জন্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চণ্ডীদাসকে কেন সহজিয়া সুরের মরমিয়া কবি বলা হয়, জ্ঞানদাস কেন চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য, বিদ্যাপতি কেন ঐশ্বর্যের ও সুখের কবি, গোবিন্দদাস কেন 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে চিহ্নিত—ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরও আপনারা পাবেন। বৈষ্ণব পদাবলীর ঐতিহ্য ও চিরন্তনতার ভিত্তি কি? তার সন্ধানও এই এককের বিভিন্ন পদের মধ্য দিয়ে এবং আলোচনার নানা ধারার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। নির্দিষ্ট পদকর্তাদের পদগুলি ভালোভাবে পাঠ করুন এবং তার সঙ্গে কাব্য মূল্যায়ন অংশ অনুধাবন করুন।

৪৩.৩ মূলপাঠ ঃ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের দুটি করে নির্বাচিত পদ

৪৩.৪ মূলপাঠের সার সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন

— চণ্ডীদাসের পদ —

পূর্বরাগ (১ নং)

"সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম....."

সার সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের কবি শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের এই পদটি 'শ্রবণজাত' পূর্বরাগের অন্যতম নিদর্শন। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব সঙ্গীত মূর্চ্ছনাময় নাম শ্রবণ করে আকুল হয়েছেন। তাঁর মর্ম লোকে সঞ্চারিত হয়েছে এমন এক ভাব বিহ্বলতা যা তিনি আগে অনুভব করেন নি। শ্যাম নামে যে এত মধু — তা রাধিকার কাছে ছিল অজ্ঞাত। শ্যাম-নামে বিমুগ্ধা রাধা সারাক্ষণ আপনমনেই উচ্চারণ করে চলেছেন শ্রীকৃষ্ণের নাম। নাম জপ করতে করতে রাধার দেহ-মন অবশ। কৃষ্ণকে পাবার জন্য তীব্র ব্যাকুল বাসনা রাধাকে করে তুলেছে পাগলিনী। যার নাম শ্রবণেই হৃদয় এমন উদ্বেল, তাঁর অঙ্গের স্পর্শে না-জানি কি অনির্বচনীয় সুধা লুকিয়ে আছে? শ্রীকৃষ্ণের বসতি কোথায়? তাঁর নয়ন-বিমোহন মূর্তি কীরূপ? এসব ভেবে শ্রীরাধিকার মনে প্রশ্ন জেগেছে যে তাঁর যুবতীধর্ম রক্ষা করাই হয়তো কঠিন হবে। শ্রীকৃষ্ণের মধুর নাম কিছুতেই বিস্মৃত হবার নয়। চণ্ডীদাসের মতে কুলগরবিনী ও যৌবন গরবিনী নারীরা নিরুপায় ভাবেই তাঁদের জীবন-যৌবন কুলমান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করেন। তাই শ্রীরাধিকার উদ্বেগ ও উপায়ন্তর বিহীনতাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। সহজিয়া সুরের মরমিয়া কবি চণ্ডীদাস এই পদটিতে শ্রীরাধিকার পূর্বরাগের উদ্বেগ দশাটিকে সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় — "চণ্ডীদাস প্রেমকে জগত বলিয়া জানিয়াছেন।"— মন্তব্যটি যথার্থ। চণ্ডীদাসের কাছে জগৎ প্রেমময়। তাঁর সৃষ্ট রাধিকা প্রেম-সর্বস্বা। সখীদের সঙ্গে দিনকাটানোর মুহূর্তে শ্রুতিপথে শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রবেশমাত্রই সেই নামের প্রভাবে তাঁর হৃদয় মন আবিষ্ট হয়। হৃদয়ের গভীরে দেখা দেয় নব-অনুরাগরঞ্জিত পূর্বরাগের ভাবব্যাকুল ঢেউ। কৃষ্ণকে পাবার জন্য তাঁর মন হয় উতলা। নিরলঙ্কৃত ভাষায় ভগবৎ প্রেমের ভাব-ব্যঞ্জনা বাস্তব জীবন আঙ্গিনার ছোঁয়ায় বাণীমূর্তি লাভ করেছে। ভাবের প্রগাঢ়তায় ও রচনা নৈপুণ্যে পদটি নিঃসন্দেহে রস-সমৃদ্ধ হয়েছে।

"নাম-পরতাপে যার ঐছন করলগো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।"

পদ্যাংশে কবি মনস্তত্ত্বের গভীরতায় প্রবেশ করে রাধার উপায়ন্তর বিহীনতার রূপটি সার্থক ভাবে অঙ্কিত করেছেন। ভক্ত তার অহংবোধকে বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পমের জন্য প্রস্তুত। ভগবৎ প্রেম ব্যাকুলতার উজ্জ্বল নিদর্শন এই পদটি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এই পদটি শ্রবণজাত পূর্বরাগের। বাস্তব জীবনে শুধু নাম শুনেই প্রেম উৎপন্ন হয় না। এছাড়া নামে মাধুর্য ভগবৎ প্রেমেরই বিশেষ লক্ষণ। "জপিতে জপিতে নাম'— অর্থাৎ নাম জপের উল্লেখ আছে।

এর মধ্যেও ভগবৎ প্রেমেরই নির্দেশ রয়েছে।

শব্দার্থ ঃ পরতাপে — প্রতাপে, নাম-পরতাপে — নামের প্রতাপে বা শক্তিতে বা প্রভাবে।

ঐছন — এইরূপ, যাচায় — সেধে দান করে,
পাসরিতে — ভুলতে, ধরম — ধর্ম, কৈছে — কেমন করে।

চণ্ডীদাসের পদ (২ নং)
ভাবোল্লাস ও মিলন
"সই, জানি, কুদিন সুদিন ভেল।.....,"

সার সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

দীর্ঘ বিরহ যন্ত্রণার পর ভাব-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনের শুভমুহূর্ত আসন্ন — এই আশায় শ্রীরাধিকার মন প্রাণ পুলকবন্যায় ভেসে গেছে। সখীদের ডেকে রাধিকা বলেছেন যে তাঁর জীবনের অন্ধকার দিন শেষ হয়ে সুদিন ফিরে আসছে। মনোমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ যে শীঘ্রই ফিরে আসবে তা তাঁর অদৃষ্টই যেন বারবার বলছে। মিলন আনন্দের স্বপ্নে বিভোর রাধার চুল স্ফূরিত হচ্ছে, বসন উড়ছে, যৌবন পুলকবন্যায় ভাসছে। রাধার বাঁ চোখ নাচছে—আনন্দে গলার হার দুলছে। কাকের মুখে প্রিয়ের আগমন বার্তা শুনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রাধা খাবার দেয়। এতদিন কাকেরা খাবার খেয়ে চলে যেতো। কিন্তু আজ অন্য ছবি। রাধার ডাকে কাকেরা মনের আনন্দে তাঁর কাছে উড়ে এসে বসেছে। মুখের পান আপনা-আপনি খসে পড়ছে। দেবতার মাথা থেকে আশীর্বাদী ফুল পড়ছে। চণ্ডীদাস বলেন—সব দিক থেকেই শুভ, বিধাতা অনুকূল হয়েছেন।

"ভাবোল্লাস ও মিলন' পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে বিদ্যাপতি চিহ্নিত হলেও এই পদে চণ্ডীদাস সহজ সরল ভাষায় ভাবের জগতে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলন প্রত্যাশাটি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। মঙ্গলসূচক লৌকিক বিশ্বাসের এক একটি দৃষ্টান্তের মালা গেঁথে শ্রীরাধিকার ভাব সম্মিলনের মানসিক প্রস্তুতি ও আশার আনন্দ রসঘন রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। রাধার অন্তরে চির প্রশান্তির পূর্ব পর্বটি প্রকাশ পেয়েছে। ভণিতায় চণ্ডীদাস দীর্ঘ বিরহকাতরা শ্রীরাধার প্রত্যাশা বিশ্বাসকে দৃঢ় করবার জন্যই শুভদিনের আগমনবার্তা ও বিধাতার আনুকূল্যের কথা বলেছেন। নিরলঙ্কার সহজ সৌন্দর্যই চণ্ডীদাসের পদগুলির লাবণ্য। এই পদটিতেও তার ব্যতিক্রম নেই। 'মাথুর' পর্যায়ে চণ্ডীদাসের লেখনীতে বিচ্ছেদের বেদনার চেয়ে প্রকাশ পেয়েছে এক গভীরতর প্রেম উপলব্ধি। সেই উপলব্ধিরই ক্রম-পরিণত প্রকাশ ঘটেছে এই পদে। বিরহের দহন জ্বালা সহ্য করে চিরন্তন বাঙালি নারীর মতো সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক রূপিনী রাধা এই পদে আশার প্রদীপ জ্বেলে মিলনোন্মুখ হয়েছেন।

শব্দার্থ ঃ সই — সখি (সম্বোধন)। ভেল — হ'লো। কপাল কহিয়া গেল — অদৃষ্ট যেন বলে গেল। চিকুর ফুরিছে- আনন্দে চুলগুলি স্ফূরিত হচ্ছে। তাম্বুল — পান, বিহি — বিধি, পিয়া — প্রিয়া। তুরিতে ত্বরিতে — তাড়াতাড়ি, শীঘ্র।

— বিদ্যাপতির পদ —
মাথুর - (৩)
"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।"

সার সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

প্রাণাধিক প্রিয় সখীর কাছে বিরহিনী রাধিকা তাঁর বিরহ বেদনার কাহিনী নিবেদন করছেন। কৃষ্ম দীর্ঘদিন ধরে বৃন্দাবন অন্ধকার করে মথুরায় চলে গেছেন। তার ফলে রাধার জীবনে দেখা দিয়েছে সীমাহীন বিরহ আর্তি। পূর্ণ বর্ষাকাল — ভাদ্রমাস। রাধার গৃহ মন্দির শূন্য। আকাশ মেঘে ঢাকা। সর্বদা মেঘের গুরু গরু গর্জন। পৃথিবী বৃষ্টি ধারায় স্নাত। কিন্তু শ্রীরাধিকার প্রিয়তম কাছে নেই, হয়েছেন সুদূর প্রবাসী। কামদেবের বাণে তাঁর দেহ আজ জর্জর। মেঘের ডাকে মিলন পিপাসু ময়ূর ময়ূরী আনন্দে নাচছে, ভেকেরা মত্ত, ডাহুকী, কলরবে মুখর। প্রকৃতি জগতের এই আনন্দরসঘন মুহূর্তে রাধার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। দিক-দিগন্ত-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ঘোর অন্ধকার রাত — আকাশের বুকে ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক-দমক। কবির প্রশ্ন, কৃষ্মবিহীন শ্রীরাধিকার রাত কাটবে কী করে?

এই পদটিতে বিদ্যাপতি শ্রীরাধিকার হৃদয় বেদনাকে এমনভাবে রূপায়িত করেছেন যে পাঠকমাত্রেরই হৃদয়ে উন্মাদনা সৃষ্টি করে। সুরে-ছন্দে, ভাবে বর্ষা প্রকৃতির উন্মাদনাময় পরিবেশে শ্রীরাধার হৃদয় চাঞ্চল্যকে কবি অনুপমভাবে প্রকাশ করেছেন। এখানে হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা নেই, আছে রসাবেশ। হৃদয়ের বেদনাকে কবি ঐশ্বর্যমন্ডিত করতেই কবি বর্ষা দিনের মত্ততাকে পটভূমিকায় রেখেছেন। বিদ্যাপতির চরমরূপ দক্ষতার প্রকাশ এই পদে আছে। মদনের বাণে শ্রীরাধিকার হৃদয় জর্জরিত। শেষ চরণে কবি-প্রশ্ন করেছেন—

'কৈ ছে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া।'

পদটিতে অলৌকিক আবেদনের চেয়ে লৌকিক আবেদনের প্রাধান্যই দেখা যায়। শ্রীরাধার অনির্বচনীয় মানসিক উদাসভাব পদটিতে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে। শব্দের ঐশ্বর্যে ও ভাবের মাধুর্যে পদটি সার্থক।

শব্দার্থ ঃ ওর — সীমা। বাদর — বাদল, বর্ষা। মাহ — মাস, ঝম্পি — ঝাঁপিয়া। গরজন্তি — গর্জন করছে। সন্ততি — সতত। বরিখন্তিয়া — বর্ষণ করছে। পাহুণ — প্রবাসী। কুলিশ — বজ্র। দাদুরী — ভেক, ব্যাঙ। অথির — অস্থির। বিজুরিক পাঁতিয়া — বিদ্যুতের পঙ্‌ক্তি বা সারি। গোঙায়বি — কাটাবি। রাতিয়া — রাত্রি।

বিদ্যাপতির পদ — ২ নং

।। প্রার্থনা।।

"তাতল সৈকত বারিবিন্দুসম
সুত-মিত-রমনী সমাজে।"

সার-সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

উত্তপ্ত বালুকাময় সমুদ্রতীরে বৃষ্টির ধারা পড়ামাত্র শুকিয়ে যায়, ঠিক তেমনি পুত্র-মিত্র-স্ত্রী পরিবৃত সংসারও ক্ষণস্থায়ী। ঈশ্বরই একমাত্র চিরন্তন। কিন্তু বিদ্যাপতি সেই শাশ্বত ঈশ্বরকে ভুলে ক্ষণকালের সংসারেই নিমগ্ন থেকেছেন। মায়াময় সংসারের মোহে আবদ্ধ থেকেই কবি জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করেছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কবির ভাবনা — তিনি আজ কোনো কাজে লাগবেন ঈশ্বরের? তাঁর চোখের সামনে ব্যর্থতার ঘন অন্ধকার। তিনি বুঝতে পেরেছেন দীন দয়াময় ভগবানই একমাত্র মুক্তিদাতা। অগাধ বিশ্বাস নিয়ে ভাবছেন—ঈশ্বরই তাঁকে দেখাবে প্রকৃত মুক্তির পথ।

কবির সমগ্র জীবন কেটে গেছে চেতনাহীন অবস্থায়। অর্দ্ধেক জীবন তিনি ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন, অজ্ঞানতায় শৈশবকাল, যৌবনে নারীসঙ্গ লাভের নেশায়, আর জরা ব্যাধিতে বার্দ্ধক্যকাল কাটানোর ফলে ঈশ্বরের ভজনার সময় কবি পাননি। স্রষ্টা ব্রহ্মারও মৃত্যু লয় আছে। কিন্তু ঈশ্বর অনাদি-অনন্ত। সমুদ্রের বুকে ঢেউ যেমন জাগে এবং সমুদ্রের বুকেই তা বিলীন হয়, ঠিক তেমনি ঈশ্বর থেকে জীব-জগতের সৃষ্টি এবং ঈশ্বরের মধ্যেই তার বিলয়। সেইজন্য ঈশ্বরের উপাসনা ছাড়া জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছেন, ভগবানই একমাত্র গতি, মুক্তিদাতা। কবির আত্ম বিশ্লেষণের পর ঈশ্বরের কাছে তাঁর করুণ প্রার্থনা—ভগবান যেন তাঁকে মুক্তি পথের যাত্রী করেন।

'প্রার্থনা' পর্যায়ের পদ রচনায় বিদ্যাপতি তুলনারহিত। এই পদে কবির আত্মসমালোচনা ও আত্ম-বিশ্লেষণের সুর প্রাধান্য পেয়েছে। মায়া মোহে সারা জীবনে যে ভাবে দিন অতিবাহিত করেছেন তার জন্য কবি অনুতপ্ত। মরুময় জীবনে তাঁর হৃদয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে যে সুগভীর বিশ্বাস জন্মেছে তারই ঐকান্তিক নিবেদন—

'তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।"

হতাশার হাহাকারের পাশাপাশি ঈশ্বরের করুণাপ্রার্থী কবি ভক্তি বিনম্রচিত্তে অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছেন ঈশ্বরেরই পদতলে। পরিশুদ্ধ আত্মনিবেদনের সুরে পদটি স্নাত। রূপ, মোহ, তৃষ্ণা, প্রেম সব মিথ্যা। শ্রদ্ধা ও ভক্তিই একমাত্র ঈশ্বরের পূজা উপাচার এই দার্শনিক ভাবনায় উত্তরণে পদটি সুসমৃদ্ধ। পদলালিত্য, উপমা প্রয়োগ ইত্যাদি গুণে পদটি শিল্প-সুষমা মণ্ডিত হয়েছে।

শব্দার্থ ঃ তাতল — উত্তপ্ত, সৈকত — বালু।

সুত-মিত-রমণী সমাজে — পুত্র, মিত্র ও স্ত্রী-সমাবেশে বা সঙ্গে। তোহে — তোমাকে। বিসরি — বিস্মৃত হয়ে। বিশোয়াসে — বিশ্বাস। আধ-জনম — অর্ধেক জন্ম। নিন্দে — নিদ্রায়। জরা — বার্দ্ধক্য। চতুরানন — যাঁর চার মুখ অর্থাৎ ব্রহ্মা। তুয়া — তোমার। সমাওত — প্রবেশ করে। ভণয়ে — বলে।

জ্ঞানদাসের পদ

।। প্রেম বৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ ।।

"সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।"

ভাব সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

চণ্ডীদাসের 'ভাবশিষ্য' জ্ঞানদাস এই পদটিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের রহস্য উন্মোচনে ব্যর্থ শ্রীরাধিকার মর্ম ব্যথাকে আক্ষেপানুরাগের হাহাকারের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। কৃষ্ণপ্রেম লাভ করে সুখে দিন কাটাবার আশায় শ্রীরাধিকা তৈরী করেছিলেন যে স্বপ্নের ঘর তা চরম হতাশার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কৃষ্ণপ্রেমের অমৃতসাগরে ডুব দিতে গিয়ে পেলেন বিষ। শ্রীরাধিকা জানেন না তাঁর কপালে কী আছে? স্নিগ্ধ চাঁদের আলো তার কর্ম দোষে পরিণত হয়েছে সূর্যের প্রখর রৌদ্রে, উঁচু পাহাড়ে উঠতে গিয়ে তিনি পড়েছেন অগাধ জলে। লক্ষ্মীদেবীর করুণা চেয়ে তাঁর ভাগ্যে জুটেছে চরম দারিদ্র্য। অবহেলায় মণি- মাণিক্য সব হারিয়েছেন। নগর পত্তন করেছেন, মাণিক্য লাভের আশায় সমুদ্রবন্ধন করেছেন, কিন্তু কপাল দোষে সমুদ্র শুকিয়ে গেছে, মাণিক্য হারিয়ে গেছে। পিপাসা নিবারণের জন্য মেঘের কাছে জল চেয়ে তাঁর

ভাগ্যে জুটেছে বজ্র। এই বজ্রপতনই যেন তাঁর ভাগ্যলিপি। জ্ঞানদাসের মতে, কৃষ্ণপ্রেম-মৃত্যু-যন্ত্রণার মতোই বেদনা কণ্টকিত।

এই পদটির রচয়িতাকে ঘিরে জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস দুই কবির নামই গবেষকগণ চিন্তা ভাবনা করে পদটি যে জ্ঞানদাসেরই রচনা এ সম্পর্কে অধিকাংশ পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন।

ভাবের অনন্যতায় ও প্রকাশের শিল্পীত সুষমায় পদটি অতুলনীয়। চিরন্তন ভাগ্যহীনার চিরহতাশার বেদনা কবি অনুপম ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

"সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।"

পদের সূচনায় এই চিরন্তন আশাহত জীবনের হৃদয়স্পর্শী বেদনার বাণী উচ্চারিত হয়েছে। বিষম-অলঙ্কারের সুখ— দুঃখ (অনল) অমিয় — গরল এই বৈষম্যই আলঙ্কারির সৌন্দর্য সঞ্চার করেছে। অপূর্ব প্রয়োগে শ্রীরাধার দীর্ঘ শ্বাসভরা হাহাকার ব্যঞ্জনাধর্মী হয়েছে। স্বচ্ছ অনাড়ম্বর ভাষার পারিপাট্যের পাশাপাশি বিষম অলঙ্কার সংযোজনায় কবির প্রকাশ ক্ষমতার কৌশল প্রকাশ পেয়েছে।

শব্দার্থ ঃ উচল — উঁচু। আনলে — অনলে, আগুনে। অচল — পর্বত। লছমী — লক্ষ্মী। বেঢ়ল — ঘিরে ধরলো। পিয়াস — তৃষ্ণা। বজর — বজ্র। সেবিনু — সেবা করলাম। হেলে — অবহেলায়। জলদ — মেঘ। ভানু — সূর্য। অমিয় — অমৃত। মরণ অধিক শেল — মৃত্যুর চেয়েও বেদনাদায়ক।

জ্ঞানদাসের পদ (২ নং)

পূর্বরাগ-অনুরাগ পর্যায়ের—
প্রকৃতপক্ষে 'রূপানুরাগের' পদ
"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।"

ভাব সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

রূপানুরাগের এই পদটিতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের রূপে পাগলিনী হয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে। কৃষ্ণের গুণে তাঁর মন বিভোর। কৃষ্ণের প্রতিটি অঙ্গের জন্য রাধার প্রতিটি অঙ্গ কাঁদে। হৃদয়ের স্পর্শের জন্য হৃদয় কেঁদে ওঠে। কৃষ্ণ প্রেমের জন্য রাধার প্রাণ-মন অস্থির। মনের বাসনা, পূরণের জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সুধা রূপসুধা পান করে রাধার হৃদয় আকাঙ্খা তৃপ্ত নয়। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও তাঁর শরীরের স্পর্শ লাভের জন্য রাধার দেহ মন উদ্বেলিত। সখীদের নিয়ে এমনকি গুরুজনদের সঙ্গে থাকার সময়েও শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ দেহ-মনকে পুলকবন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সকলের সামনে তার জন্য অপদস্থ হতে হয় — এই ভেবে পুলক প্রচ্ছন্ন রাখতে গিয়ে চোখের জল অবিরল ধারায় বয়ে যাবার জন্য সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। রাধার এই অবস্থা দেখে ঘরের লোকজন কানাকানি করে।

কৃষ্ণের রূপের প্রতি তীব্র আকর্ষণ এই পদটিতে। যথাযথ ভাষার ব্যবহারে অনন্ত বাসনার তীব্র হাহাকার প্রতি চরণে ধ্বনিত হয়েছে। ভাব ও ভাষার গাঢ় বন্ধতায় পদটি সমৃদ্ধ। চণ্ডীদাস গভীর অনুভূতির মর্মস্পর্শী গীতিকার।

কিন্তু তাঁর ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস অন্তরতম প্রাণবেদনার সফল চিত্রকর। এর প্রমাণ পদটিতে আছে। অলংকারের সার্থক ব্যবহারে কবি রাধার ব্যাকুল হৃদয়ের দরজা খুলে দিয়েছেন। কবির প্রকাশভঙ্গি সহজ ও সুন্দর। প্রাণ তন্ময় হয়েও জ্ঞানদাস-গুরুর মতো আত্মহারা নন। প্রকাশভঙ্গির আলঙ্কারিক সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর নজর আছে। হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার'। এখানে রাধার হাসি মধুর ধারার সঙ্গে তুলনা করে সার্থক উপমা অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন।

শব্দার্থ ঃ আঁখি ঝুরে — চোখের জল পড়ে। আরতি নাহি টুটে — আকাঙ্খার তৃপ্তি হয় না। দরশ — দর্শন। পরশ — স্পর্শ। পহু — প্রভু। গুরু — গরিবত মাঝে — গুরু ও পূজনীয়দের মধ্যে। পরসঙ্গে — প্রসঙ্গে। লাজ — লজ্জা। পরকার — প্রকার। ভেজাই —জ্বালিয়ে দিলাম।

গোবিন্দদাসের পদ - (১নং)

।। অভিসার ।।

"কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।"

ভাব সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের সঙ্গে সংকেত স্থানে মিলিত হবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অভিসারের পথ, দুঃখময় কণ্টকাকীর্ণ। রাধা ঘরের দরজা বন্ধ করে মেঝেতে জল ঢেলে মেঝে কাদা করে তাতে কাঁটা পুঁতে পায়ের নূপুর দুটিকে কাপড়খণ্ড দিয়ে বেঁধে পায়ের আঙ্গুল চেপে চুপি চুপি চলার অভ্যাস করছেন। রাধার ঈশ্বর সাধনার এ যেন গোপন মহড়া। পথ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দুচোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে অন্ধকার পথ অতিক্রমের অভ্যাস করছেন। বর্ষণসিক্ত অন্ধকার পথে সাপের ভয় আছে। সাপের দংশন থেকে বাঁচবার জন্য হাতের কঙ্কন বন্ধক রেখে সাপুড়ের কাছে সাপের মুখবন্ধনের কৌশল জেনে নিয়েছে। গুরুজনদের কথা তিনি শুনতে পান না। এককথা শুনে উত্তর দেন অন্যকথা। আত্মীয় পরিজনের কথা শুনে মুগ্ধার মতো শুধা হাসেন। রাধিকার এই মানসিক অবস্থার একমাত্র সাক্ষী গোবিন্দদাস কবিরাজ।

'অভিসার' পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন গোবিন্দদাস। বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্রজবুলি ভাষায় অলঙ্করণের চাতুর্যে, রসের নিবিড়তায় ও অভিনব পরিবেশ সৃষ্টিতে পদটি অতুলনীয়। এই পদে কবির সখ্যভাবের সঙ্গে সম্ভোগভাবও যুক্ত হয়েছে। চাতুর্যের সঙ্গে মাধুর্যের সমন্বয় ঘটেছে। রাধিকার অভিসারের দুস্তর পথ অতিক্রমের পরিকল্পনা ও প্রয়োগ এর সঙ্গে দুঃখজয়ের সাধনা পদটি সমৃদ্ধ।

শব্দার্থ ঃ কণ্টক — কাঁটা। গাড়ি — প্রোথিত করে। কমলসম— পদ্মের মতো। মঞ্জীর — নূপুর। চীরহি — বস্ত্রে। গাগরি-বারি — কলসীর জল। পীছল — পিচ্ছিল। দূতর — দুস্তর। পন্থ — পথ। যামিনী — রাত্রি। ভামিণী — রমণী। পয়ানক — কাটানোর। আশে — আশায়। কর-কঙ্কন — হাতের কাঁকন। ভূজগ — সাপ, পরমান — প্রমাণ।

গোবিন্দদাসের পদ — (২ নং)

।। গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ ।।

"নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।"

ভাব সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

গোবিন্দদাস রচিত এই পদটিতে শ্রীচৈতন্য দেবের কৃষ্ণ ব্যাকুলিত দেহ-মনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শ্রীরাধিকার মতো চৈতন্যদেবের দু চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা বয়ে চলেছে। বর্ষার জলে যেমন গাছ সজীব হয়, ফুল ফোটে, তেমনি কৃষ্ণ প্রেমে আকুল চৈতন্যদেবের শরীর যেন কৃষ্ণের স্পর্শ লাভের জন্য রোমাঞ্চিত। কদম ফুলের মতো চৈতন্যদেবের পুলকিত দেহ থেকে যে বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসৃত হচ্ছে, তা যেন 'ভাবকদম্ব।' নটবর গৌর কিশোরের রূপমাধুর্য দৃষ্টি নন্দন। কবির কল্পনায় তা যেন যমুনা তীরের স্বর্ণতরু, যা ভাবাবেগে সঞ্চরণশীল। তাঁর গতিময় শ্রীচরণ পদ্মতলে ভক্ত ভ্রমরগণ প্রেমে ভক্তিতে আকুল হয়ে গুঞ্জরণ করছে। চৈতন্যদেবের শ্রীচরণকমলের সৌরভে বিমুগ্ধ দেব-দানবেরা রাত-দিন তাঁর প্রতি আত্মভোলা হয়ে ধাবিত হচ্ছে। চলমান, 'সোনার কল্পতরু (অর্থাৎ প্রেমামগ্ন শ্রীগৌরাঙ্গদেব সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করে প্রেমরত্ন ফল বিতরণ করছেন। গোবিন্দদাস চৈতন্যোত্তর যুগের কবি চৈতন্যদেবকে দর্শন করতে পারেননি বলে কবির অশেষ অনুতাপ।

বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য গোবিন্দদাস 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে পরিচিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শ ও বিদ্যাপতির শিল্প-সৌন্দর্য পূর্ণ কবি-কর্মের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গোবিন্দ দাস যে পাদমঞ্জরী উপহার দিয়েছেন তা শিল্পরস ও লালিত্যে অনুপম। কৃষ্ণপ্রেমে পাগল শ্রীগৌরাঙ্গের অশ্রুস্নাত ভাব-বিহ্বল-নৃত্যরস মূর্তিকে কবি "অভিনব হেম কল্পতরু" রূপে কল্পনা করেছেন। তাঁর ভক্তিনম্র রূপ বিকশিত ভাব কদম্ব রূপে চিহ্নিত। বৈষ্ণব ভক্তদের গুঞ্জনমুখর ভ্রমরের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের চঞ্চলপদ পদ্মফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রতিটি উপমা সার্থক। পদের ভণিতায় কবির গভীর হৃদিবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। ব্যথাহত প্রাণে কবি দূর থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে ভক্তি-বিনম্র প্রণতি জানিয়েছেন।

শব্দার্থ ঃ নীরদ — মেঘ। স্বেদ-মকরন্দ — ঘামরূপ ফুলমধু। পেঘলুঁ — দেখলাম। নটবর — শ্রেষ্ঠ নর্তক। হেমকল্পতরু — কল্পিত সোনার গাছ। তাকর — তাঁর।

৪৩.৫ বিভিন্ন পর্যায়ের পদগুলির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও সারাংশ

গোবিন্দদাসের 'গৌরাঙ্গবিষয়ক' পদটি বাদে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পদসমূহে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার বিভিন্নস্তরের চিত্রও ফুটে উঠেছে। এই ভগবৎলীলার নানাস্তর এই এককে সন্নিবেশিত। সংক্ষেপে প্রতিটি স্তরের তত্ত্বগত দিক তুলে ধরা হলো।

চণ্ডীদাসের ১নং পদ 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম'—'পূর্বরাগ-অনুরাগ পর্যায়ের। যে রতি সঙ্গমের পূর্বে স্পর্শ ও শ্রবণাদির দ্বারা উৎপন্ন হয়ে নায়ক-নায়িকা উভয়ের উন্মীলন অর্থাৎ বিভাবাদির সহযোগে চরম আস্বাদ হয়, পণ্ডিতগণ তাকেই পূর্বরাগ বলেছেন। এই দর্শন ও শ্রবণ নানা ভাবে হয়, যেমন—

১। দর্শন—(ক) সাক্ষাৎ দর্শন, (খ) চিত্রপট দর্শন, (গ) স্বপ্নে-দর্শন।

২। শ্রবণ—(ক) বংশীধ্বনি শ্রবণ, (খ) বন্দী বা ভাটমুখে শ্রবণ, (গ) দূতীমুখে শ্রবণ, (গ) সখীমুখে শ্রবণ, (ঙ) গুণিজনের কাছে শ্রবণ।

পূর্বরাগের দশ দশার কথা রূপ গোস্বামী বলেছেন—দশাগুলি হলো—(১) লালসা, (২) উদ্বেগ, (৩) জাগর্যা, (৪) তাণব, (৫) জড়তা, (৬) ব্যগ্রতা, (৭) ব্যাধি, (৮) উন্মাদ, (৯) মোহ এবং (১০) মৃত্যু।

চণ্ডীদাসের পদটি শ্রবণজাত পূর্বরাগের। শ্যামনাম শ্রবণের মধ্য দিয়ে শ্রীরাধার হৃদয়ে পূর্বরাগ (Love at first sight) উৎপন্ন হয়েছে। কবি সহজ সরল ভাষায়-রাধার আকুল প্রাণের বার্তা তুলে ধরেছেন পদটিতে। পূর্বরাগের ধ্যানমগ্ন চিত্রের সঙ্গে রাধার হৃদয়-আর্তি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পূর্বরাগের উদ্বেগ দশা তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে।

চণ্ডীদাসের ২ নং পদটি 'ভাবোল্লাস ও মিলন' পর্যায়ের। 'সই, জানি কুদিন-সুদিন ভেল।'—এই পদটিতে মিলনানন্দ ছড়িয়ে পড়েছে। রাধা-কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়াতীত ভাবলোকে যে মিলন এবং রাধিকার মনে সেই মিলনজনিত অনির্বচনীয় ভাবের উল্লাস - তাকেই — 'ভাবোল্লাস' রূপে চিহ্নিত করা যায়। দীর্ঘ বিরহের পরে এই মিলনান্দ। তবে এ মিলন বাস্তব মিলন নয়, ভাববৃন্দাবনের মিলন। রাধিকা আশার প্রদীপ জ্বেলে বসে আছেন শীঘ্রই সুদিন ফিরে আসবে। সংস্কারের নান চিত্রের সাহায্যে কবি রাধার প্রত্যাশিত আনন্দ মধুর মিলন মুহূর্তটিকে এঁকেছেন।

মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতির ১ নং পদটি 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।' 'মাথুর' পর্যায়ের। 'মাথুর'কে প্রবাস বলা যায়। পূর্বে মিলিত নায়ক-নায়িকার দেশ-দেশান্তরের দূরত্বকে প্রবাস বলে। ভাবী, ভবন, ভূত—এই তিন ভাগে প্রবাসকে ভাগ করা যায়। সকলের অজ্ঞাতসারে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে যাবার সংবাদ শুনে 'ভাবী' বিরহ স্মরণ করে রাধার হৃদয় গভীরে যে বিরহের কল্পনা তাকে 'ভাবী বিরহ' এবং মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের দীর্ঘ অবস্থানের ফলে রাধা যে বিরহ ভোগ করেন তাকে 'ভবনবিরহ' এবং কথা দিয়েও ফিরে না আসার যন্ত্রণাকে 'ভূতবিরহ' রূপে চিহ্নিত করা যায়। প্রবাসজনিত বিরহের দশ দশা-চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তাণব (কৃশতা), মলিনতা, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু।

বিদ্যাপতির পদটিতে বিরহিণী রাধিকা তাঁর রিবহ আর্তি প্রকাশ করেছেন প্রিয়সখীর কাছে। বর্ষাকালের মিলন-মধুর-মুহূর্তে-রাধিকার জীবনে নেমে এসেছে বিচ্ছেদের হাহাকার। রূপদক্ষ বিদ্যাপতি আনন্দ মধুর প্রকৃতির পটভূমিকায় রাধার অন্ধকারাচ্ছন্ন উদাসভাব সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বিদ্যাপতির ২ নং পদটি 'প্রার্থনা' পর্যায়ের। রাধা-কৃষ্ণ অর্থাৎ ভক্ত-ভগবানের লীলা—এই প্রার্থনা পর্যায়ে কোথাও মুখ্যস্থান গ্রহণ করেনি। অন্যান্য স্তরের পদে কবির হৃদয়ানুভূতি রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করে পল্লবিত হলেও বিদ্যাপতির এই পদে কবির হৃদয় আর্তি ভক্তিরসকে অবলম্বন করে বাধাবন্ধহীন ভাবে শ্রীভগবানের পাদ-পদ্ম স্পর্শ করেছে। প্রার্থনা বিষয়ক-পদের শ্রেষ্ঠ রূপকার বিদ্যাপতি আত্ম সমালোচনার মধ্য দিয়ে আত্মনিবেদনের নৈবেদ্যগুলি সাজিয়েছেন। সারা জীবনের ব্যর্থতা, গ্লানি, বিপথগামিতা সব কিছু তুলে ধরে জীবন সায়াহ্নে ভগবানের চরণ-প্রাপ্তিই যে মুক্তির একমাত্র পথ—এই উপলব্ধির জগতে পৌছেছেন।

জ্ঞানদাসের ১ নং পদটি প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগের পদ। এখানে কবি শ্রীরাধিকার হৃদয় আর্তিকে বিষম অলঙ্কারের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। তিনি জীবনকে মধুময় করতে যা যা চেয়েছেন কপালদোষে তার বিপরীত ফল পেয়েছেন। শ্রীরাধিকার মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস পদটির পরতে পরতে আছে।

প্রেমবৈচিত্ত্যের মূল কথা হলো, প্রেমের উৎকর্ষ এবং এই প্রেমের উৎকর্ষের জন্য নিজের ভাগ্যের প্রতি আক্ষেপ। বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে এই মূল তত্ত্বটিই আক্ষেপানুরাগ নামে চিহ্নিত। রূপ গোস্বামীর মতে আট রকমের আক্ষেপ আছে।

(১) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, (২) নিজের প্রতি আক্ষেপ, (৩) সখীর প্রতি আক্ষেপ, (৪) দূতীর প্রতি আক্ষেপ, (৫) মুরলীর প্রতি আক্ষেপ, (৬) বিধাতার প্রতি আক্ষেপ, (৭) কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ এবং (৮) গুরুজনদের প্রতি আক্ষেপ।

জ্ঞানদাসের এই পদে শ্রীরাধিকা নিজের প্রতি ও বিধাতার প্রতি আক্ষেপকেই প্রকাশ করেছেন।

জ্ঞানদাসের ২নং পদটি 'রূপানুরাগে'র পদ। কৃষ্ণের রূপে পাগলিনী শ্রীরাধিকার মন-প্রাণ অস্থির। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও তাঁর দেহের স্পর্শ পাবার জন্য রাধা তার স্বাভাবিক মানসিক অবস্থাকে হারিয়ে ফেলেছে। এইজন্য তাকে ঘিরে নানা কানাকানি। ভাব ও ভাষায় পদটি সুসমৃদ্ধ।

গোবিন্দদাসের ১ নং পদটি 'অভিসার' পর্যায়ের। 'পূর্বরাগে' যে প্রেমের সূচনা 'অভিসারে'র ক্ষুরধার পথে সেই প্রেমের অগ্নি পরীক্ষা। প্রিয় মিলনের উদ্দেশ্যে সংকেত কুঞ্জে যাত্রাকেই অভিসার বলা হয়। দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে ভক্ত ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে চান। রূপ গোস্বামীর মতে ছয় প্রকার অভিসারিকার। উল্লেখ আছে। যথা—(১) জ্যোৎস্নাভিসারিকা, (২) তিমিরাভিসারিকা, (৩) লজ্জালীনা অভিসারিকা, (৪) নিঃশব্দাভরণা অভিসারিকা, (৫) কৃতাবগুণ্ঠিতা অভিসারিকা, (৬) স্নিগ্ধৈক সখীযুক্তা অভিসারিকা।' পীতাম্বর দাস অভিসারকে ৮টি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন—জ্যোৎস্নী, তামসী, বর্ষা, দিবা, কুজ্ঝটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মতা, সঙ্কেরা।

তামসী ও বর্ষা অভিসারের প্রস্তুতি রয়েছে, গোবিন্দদাসের পদে। শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ-সাধনার গোপন মহড়া দেখা যায়। অন্ধকার রাত, বিদ্যুতের চমকদমক, বজ্রপাত, সর্প দংশনের ভয় ইত্যাদির কথা মেনে রেখে সব কিছুকে জয় করে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়া যাবে তার জন্যই রাধিকার দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি। কবি রাধার দুঃখ জয়ের সাধনার চিত্রটিকে শিল্প সৌন্দর্য দান করেছেন।

গোবিন্দদাসের ২নং পদটি গৌরাঙ্গ বিষয়ক। একই অঙ্গে রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ বৈষ্ণব সমাজে পূজিত। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর গোবিন্দদাস পদটি রচনা করেছেন। তিনি তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাননি বলে পদটিতে আক্ষেপের সুরও ধ্বনিত হয়েছে। কৃষ্ণ প্রেমে পাগল গৌরাঙ্গদেবের ভাববিহ্বল মূর্তিটি কবি সার্থক উপমার সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। পদটি শিল্পরস ও লালিত্যে মধুর।

৪৩.৬ সংক্ষিপ্ত কবি পরিচিতি ও কবিকৃতি আলোচনা

১। চণ্ডীদাস ঃ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে 'চণ্ডীদাস' নামযুক্ত বহু কবি পদ রচনা করেছেন। তবে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত বিভিন্ন পদাবলীর মধ্যে রসগত পার্থক্য ও ক্রমভঙ্গজনিত ত্রুটি দেখা যায়। তাছাড়া বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থ আবিষ্কারের পর 'চণ্ডীদাস' সমস্যা প্রকট রূপ ধারণ করে। আজও এ সমস্যার সমাধান হয়নি। তবে নির্দ্বিধায় বলা যায় বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি নন। তবে দীন চণ্ডীদাস ও পদকর্তা চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি কিনা—এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক গবেষকগণ আজও একমত হতে পারেননি।

পদাবলীর চণ্ডীদাস প্রাক্ চৈতন্য যুগের কবি। বীরভূমের নান্নুর বা নানুর অথবা বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামের অধিবাসী। বাশুলী পূজারী চণ্ডীদাস গ্রামবাংলার ভোগ-বিলাসহীন অকৃত্রিমভাবে তন্ময় কবি। চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। মিলনেও তাঁর সুখ নেই। তিনি শত দুঃখকে সহ্য করেছেন। কবি সুখের মধ্যে দুঃখ এবং দুঃখের মধ্যে সুখ অনুভব করেছেন। পূর্বরাগের পদে চণ্ডীদাসের রাধা আত্ম নিবেদিতা—'যোগিনীপারা'। তাঁর কাব্য সম্ভার নিরাবৃত প্রাণের শান্ত-কোমল স্নিগ্ধতায় ভরা। বাঙালির প্রাণের কবিরূপে চণ্ডীদাস চিহ্নিত। বিলাস-ঐশ্বর্যের ধারে কাছেও তিনি যাননি। তিনি বিরহ-বেদনার শান্ত রসের আত্মনিমগ্ন কবি। পূর্বরাগ অনুরাগ থেকে শুরু করে ভাবোল্লাস মিলন পর্যায় পর্যন্ত চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় মনের কথাকে প্রকাশ করেছেন। তিনি যেন কবি সরস্বতীকে ডাক দিয়ে বলেছেন—"যেমন আছ তেমনি আসো আর করো না সাজ।" প্রেমের প্রগাঢ় রূপ চণ্ডীদাস তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখনীতে রাধা ও কৃষ্ম 'পরাণে পরান বান্ধা আপনি আপনি।' মিলনমুহূর্তেও হারাই হারাই ভাব।

"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।"

লৌকিক জীবনে এই প্রেম দুর্লভ।

অভিসারের পদেও চণ্ডীদাসের পদ মর্মস্পর্শী বেদনায় স্পন্দিত। নৈশ-বর্ষাভিসারের

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলে বাটে।"

পদটিতে কবি কৃষ্ম-ব্যাকুলতা ও প্রেম ব্যাকুলতাকে একাকার করে রাধার হৃদয় বেদনাকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। 'আক্ষেপানুরাগে'র পদগুলিতেও কবির ভাব-নিবিড়তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিবেদনের পদে চণ্ডীদাস সুদূর বৈরাগ্যের মোহিনী মায়ায় সংযতবাক্, আত্মসমর্পণী ভাব রসে নিমগ্ন।

'ভাবোল্লাস'-এর পদে—'সহ্য করিবার কবি' রূপে চণ্ডীদাস চিহ্নিত।

পদাবলীর প্রতিটি পর্যায়ের পদেই চণ্ডীদাসের হাতে শ্রীরাধিকা বাঙালি নারীর চিরন্তন সহিষ্মুতার মূর্ত প্রতীকরূপে সু-অঙ্কিত।

২। বিদ্যাপতি ঃ বংশগত সূত্রে বিদ্যাপতি মিথিলার রাজসভা কবি রূপে বহু গ্রন্থাদি লিখলেও ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁর বৈষ্মবপদগুলির জন্যই তিনি বাঙালির হৃদয়ে চির আসন লাভ করেছেন। কবি 'অভিনব জয়দেব' 'মৈথিল কোকিল' নামে চির পরিচিত। তাঁর হাতে রাধা ধীরে ধীরে মুকুলিত হয়ে যৌবন লগ্নে পূর্ণ লীলাময়ী রূপ লাভ করেছেন। পূর্বরাগ অনুরাগ পর্যায়ে তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে নবানুরাগের চাপল্য। বিদ্যাপতি ঐশ্বর্য্যের কবি, সুখের কবি। রূপানুরাগের পদে তিনি দেহ-সম্ভোগের কবি হয়েছেন। রূপ ও ভাবে রাধাকে বিদ্যাপতি যেভাবে সাজিয়েছেন—তা তুলনারহিত।

অভিসারের যাত্রায় তাঁর রাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জ্যোতি ও অলঙ্কারের দ্যুতিতে উজ্জ্বল। 'মাথুরে' রাধিকার করুণ আর্তি ধ্বনিত হয়েছে। 'ভাবোল্লাস' ও 'মিলনে' বিদ্যাপতির হাতে রাধার ভাবাকুতি এক আশ্চর্য রসাবেশে ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। অপার্থিব ভাব-সম্মিলনের নিদর্শন।

"আজু রজনী হাম ভাগেপোঁ হায়লুঁ"—পদটি।

ভাবের অতলান্ত গভীরতায়, শব্দ ঝংকারের লালিত্যে, ছন্দের অপরূপ সুষমায় ও অলঙ্কারের মণ্ডনকলায় বিদ্যাপতির মধুর রসাশ্রিত পদগুলি অতুলনীয়। তাঁর মতো রস-নিপুণ স্রষ্টা বিরল।

৩। জ্ঞানদাস ঃ চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর মহাজনবৃন্দের মধ্যমণি—কবি জ্ঞানদাস। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পদে কবির জন্ম। তিনি 'খেতুরী' উৎসবেও যোগ দিয়েছিলেন। কবি নিত্যানন্দ শাখার বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি সংযত হৃদয় রূপদক্ষ শিল্পী। তাঁর রূপানুরাগের পদগুলি হৃদয়-স্পন্দিত অনুভূতিতে ও ভাব-ব্যাকুলতায় গাঢ়বন্ধ। 'রূপোল্লাসে'র

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবে সে রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।"

পদটি স্মরণীয়। আক্ষেপানুরাগের পদে শ্রীরাধার হৃদয় বেদনা ও প্রেম তন্ময়তা কবির লেখনীতে আধুনিক কালের সীমাকে স্পর্শ করেছে। রূপমুগ্ধতা ও শ্রীরাধিকার হৃদয়-বেদনা প্রকাশে কবির চিত্র প্রতীক ও আবেগ অপূর্ব সমন্বয় লাভ করেছে।

৪। গোবিন্দদাস ঃ বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য—'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'—গোবিন্দদাস মহাজনরূপে বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করেছেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। কবির অতুলনীয় কবি প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে শ্রীজীব গোস্বামী কবিকে 'কবিরাজ' বা 'কবীন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত করেন। কবি বিদ্যাপতির ভাব-ভাষাকে আত্মস্থ করে অভিনব গীতি ধারার সৃষ্টি করেন। তাঁর 'গৌরাঙ্গ বিষয়ক' পদ বাক্‌মূর্তি ও আবেগে অনন্য। তিনি চাতুর্যের সঙ্গে মাধুর্য মিশিয়ে ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেছেন। অভিসারে'র পদে গোবিন্দদাস সকলকে অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর

'মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিলপাট।।'

পদটি এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। অবিমিশ্র ব্রজবুলি ভাষা, ছন্দের বৈচিত্র্য ও অলংকারের সার্থক প্রয়োগে তাঁর সৃষ্টি সম্ভার চিরকালের সম্পদ হয়েছে। ভাব-মাধুর্য ও হৃদয়াবেগের ঐশ্বর্যে তাঁর পদগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪৩.৭ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর শেষে ..... পৃ ..... উত্তর সংকেত মিলিয়ে নিন।

১। নীচের শূন্যস্থানগুলিতে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে পূরণ করুন ঃ

(ক) গোবিন্দদাস ———————— নামে পরিচিত।

(খ) বিদ্যাপতি অভিনব ———————— রূপে চিহ্নিত।

(গ) জ্ঞানদাস ———————— ভাবশিষ্য।

(ঘ) বিদ্যাপতি ———————— ভাষায় পদ রচনা করেছেন।

(ঙ) অভিসার পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন ————————।

২। নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির ডানদিকে দেওয়া সম্ভাব্য উত্তরগুলির মধ্য থেকে সঠিক উত্তরটির পাশে (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন।

(ক) চণ্ডীদাস —
- (১) সুখের কবি
- (২) দুঃখের কবি
- (৩) নৈরাশ্যবাদী কবি
- (৪) আশাবাদী কবি

(খ) 'কবিরাজ' উপাধিধারী হলেন —
- (১) চণ্ডীদাস
- (২) বিদ্যাপতি
- (৩) গোবিন্দদাস
- (৪) জ্ঞানদাস

(গ) 'প্রার্থনা' পদের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন —
- (১) চণ্ডীদাস
- (২) বিদ্যাপতি
- (৩) জ্ঞানদাস
- (৪) গোবিন্দদাস

৩। 'ব্রজবুলি' ভাষা সম্পর্কে ৪ লাইনে আপনার বক্তব্য লিখুন।

.....

.....

.....

.....

৪। 'পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।'

এই পদ্যাংশটি কার লেখা? কোন্ পর্যায়ের? পদ্যাংশটি ৪টি চরণে ব্যাখ্যা করুন।

.....

.....

.....

.....

৫। 'তুয়া বিনা গতি নাহি আর'

কে? কোন্ পর্যায়ে? কার কাছে এই আবেদন করেছেন?

.....

.....

.....

৬। "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর।"

এই পদ্যাংশটি কার লেখা? কোন্ পর্যায়ের? পদ্যাংশে কোন্ জীবনরস প্রকাশ পেয়েছে?

.....

.....

.....

৭। নীচের শব্দগুলির শব্দার্থ লিখুন।

ঐছন, পাসরিতে, ভেল, ওর, পাহুন, অথির, তাতল, অমিয়, চীরহি, পরমান।

৪৩.৮ উত্তরমালা

১। (ক) দ্বিতীয় বিদ্যাপতি, (খ) জয়দেব, (গ) চণ্ডীদাসের, (ঘ) ব্রজবুলি, (ঙ) গোবিন্দদাস।

২। (ক) ২, (খ) ৩, (গ) ২

৩। ব্রজবুলি ভাষা মাগধী অপভ্রংশ ভাষা থেকে জাত। কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বিদ্যাপতির ব্রজবুলির প্রধান উপাদান মাগধী অপভ্রংশ হলেও, তাতে শৌরসেনী অপভ্রংশের কিঞ্চিৎ মিশ্রণ আছে। সুতরাং উপাদানের দিক থেকে ব্রজবুলি ভাষা মৈথিলী, বাংলা এবং আংশিক হিন্দী তথা শৌরসেনী অপভ্রংশের মিশ্রণে গঠিত।

৪। অংশটি চণ্ডীদাসের লেখা। পদ্যাংশটি 'পূর্বরাগ' পর্যায়ের কৃষ্ণের নাম শ্রবণে রাধা দিশেহারা। কি করবেন—তার ভবিষ্যৎ কী—কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবেন—এই সব চিন্তায় রাধা রমন ব্যাকুল হয়েছে। কৃষ্ণকে ভুলে যেতে চান কিন্তু তা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না।

৫। এই অংশটির রচয়িতা 'মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতি। অংশটি 'প্রার্থনা' পর্যায়ের। ভগবানের কাছে কবি এই ঐকান্তিক করেছেন।

৬। পদ্যাংশ বিদ্যাপতির লেখা। পদ্যাংশটি 'মাথুর' পর্যায়ের। বিরহ-বেদনা দগ্ধ রাধার জীবনের করুণরস এই অংশে প্রকাশ পেয়েছে।

৭ এইরূপ, ভুলে যেতে, হলো, শেষ, প্রবাসী, অস্থির, উত্তপ্ত, অমৃত, বস্ত্রখণ্ড, প্রমাণ।

৪৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — সুকুমার সেন,

(২) শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ— শশীভূষণ দাশগুপ্ত,

(৩) মধ্যযুগের কবি ও কাব্য— শঙ্করীপ্রদাস বসু

(৪) বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন)—

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র,

শ্রীসুকুমার সেন,

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী,

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী,

সম্পাদিত ৩ (ষষ্ঠ সংস্করণ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

একক ৪৪ ❑ রামায়ণ — অরণ্যকাণ্ড — কৃত্তিবাস ওঝা

গঠন

৪৪.১ উদ্দেশ্য
৪৪.২ প্রস্তাবনা
৪৪.৩ মূলপাঠ—অরণ্যকাণ্ড—কৃত্তিবাস
৪৪.৪ সারাংশ
৪৪.৫ সার সংক্ষেপ
৪৪.৬ (ক) প্রকৃতি চিত্র, (খ) যুদ্ধ বর্ণনা, (গ) চরিত্র চিত্রণ
৪৪.৭ অরণ্য কাণ্ডের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ
৪৪.৮ কৃত্তিবাসের কবি পরিচিতি ও কবিকৃতি আলোচনা
৪৪.৯ অনুশীলনী
৪৪.১০ উত্তরমালা
৪৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৪৪.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করিলে আপনি—

- কৃত্তিবাসের বাঙলা ভাষায় অনূদিত 'শ্রীরাম পাঁচালী'র—সাতটি কাণ্ডের অন্যতম 'অরণ্যকাণ্ড' সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সব কিছু জানতে পারবেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য ছ'টি কাণ্ড সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি জানবেন।
- অরণ্যকাণ্ডের ঘটনা বিন্যাস, প্রকৃতি চিত্রণ, চরিত্রাদির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সব কিছু জেনে—এই খণ্ডের যে কোনো প্রশ্ন আলোচনা করতে পারবেন এবং নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।
- অনুবাদক হিসাবে কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।
- কৃত্তিবাসের কল্পনাশক্তি, গল্পরসবোধ, বাঙালির হৃদিরসজাড়িত চরিত্র চিত্রণ ক্ষমতা, সহজ সরল ভাষার প্রকাশ-নৈপুণ্য ইত্যাদি দিক থেকে কবির যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- কৃত্তিবাসের কাব্যকে আক্ষরিক অনুবাদ না বলে কেন ভাবানুবাদ বলা হয় তারও পরিচয় পাবেন।
- বাল্মীকির রামায়ণের বাঙলা ভাষায় অনূদিত কাব্যগ্রন্থাদির মধ্যে কৃত্তিবাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের নানা তত্ত্ব ও তথ্যাদিও জানতে পারবেন।

৪৪.২ প্রস্তাবনা

এই পাঠে কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালী'র 'অরণ্যকাণ্ড' সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই কাণ্ডের ঘটনা বিন্যাস নিম্নরূপ—

(১) রাম-লক্ষ্মণ-সীতার দণ্ডকারণ্য প্রবেশ ও ঋষিগণের দ্বারা সংবর্ধনা।

(২) বিরাধের সীতাহরণ।

(৩) বিরাধের রাম-লক্ষ্মণ হরণ।

(৪) বিরাধ সম্পর্কে নানাকথা এবং বিরাধ বধ।

(৫) রাম-লক্ষ্মণ-সীতার শরভঙ্গের আশ্রমে গমন, ইন্দ্রদর্শন ও শরভঙ্গের আগুনে প্রবেশ।

(৬) নিশাচরগণের অত্যাচারের কথা শুনে রামচন্দ্রের আশ্বাসদান এবং সুতীক্ষ্ণের তপোবনে যাত্রা।

(৭) সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে রামচন্দ্রদের অভ্যর্থনা ও বাক্য বিনিময়।

(৮) দণ্ডকারণ্যের ঋষিগণের আশ্রম দর্শনের জন্য রামের ইচ্ছা।

(৯) দণ্ডকারণ্য ভ্রমণ-সম্বন্ধে সীতাদেবীর কথা।

(১০) দণ্ডকারণ্য ভ্রমণ সম্পর্কে রামের বক্তব্য।

(১১) পঞ্চাপসর সরোবরের কথা, অগস্ত্যমুনির আশ্রমের নানা কথা, ইষমাবাহের আশ্রমও অগস্ত্যমুনির আশ্রমের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রের যাত্রা।

(১২) অগস্ত্যের অতিথি ও আপ্যায়ন ও অস্ত্রপ্রদান।

(১৩) পঞ্চবটী বনে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার যাত্রা।

(১৪) জটায়ুর সঙ্গে রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ, অর্চনা ও পঞ্চবটী বনে প্রবেশ।

(১৫) লক্ষ্মণের পঞ্চবটীবনে আশ্রম তৈরী ও সেখানে তিনজনের অবস্থান।

(১৬) শীত-ঋতুর বর্ণনা।

(১৭) লক্ষ্মণের কাছে শূর্পনখার আগমন ও তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণের প্রস্তাব।

(১৮) লক্ষ্মণের দ্বারা শূর্পনখার নাক-কান ছেদন।

(১৯) শূর্পনখার অনুরোধে খরের রাক্ষস প্রেরণ।

(২০) রামের রাক্ষস বধ।

(২১) খরের কাছে শূর্পনখার বিলাপ ও ভর্ৎসনা।

(২২) খরের ক্রোধ ও যুদ্ধ যাত্রা।

(২৩) রাক্ষসগণের অত্যাচার, উৎপাত।

(২৪) দলবল সহ খরের আগমন।

(২৫) রামচন্দ্রের সঙ্গে খরের যুদ্ধ বর্ণনা।

(২৬) চোদ্দ হাজার রাক্ষস বধ।

(২৭) রামের ত্রিশিরা বধ।

(২৮) খরের পরাজয়, নিধন এবং দেবতা ও ঋষিগণের দ্বারা রামের সংবর্ধনা।

(২৯) অকম্পনের লঙ্কায় গমন, রামের বীরত্ব কাহিনী, বর্ণনা, রাবণের মারীচ অশ্রমে গমন ও ফিরে আসা।

(৩০) শূর্পনখার লঙ্কায় গমন।

(৩১) রাবণকে শূর্পনখার ভর্ৎসনা।

(৩২) সীতাকে হরণের জন্য শূর্পনখার উৎসাহ দান।

(৩৩) রাবণ-মারীচ সংবাদ।

(৩৪) মারীচের কাছে রাবণের সাহায্য প্রার্থনা।

(৩৫) মারীচ ও রাবণের পারস্পরিক ভর্ৎসনা ও রাবণের আদেশ দান।

(৩৬) সোনার হরিণের রূপ ধরে মারীচের দণ্ডকারণ্যের প্রবেশ।

(৩৬) রাম-লক্ষ্মণ সংবাদ।

(৩৭) মারীচ বধ।

(৩৮) সীতা-লক্ষ্মণ সংবাদ।

(৩৯) ব্রাহ্মণবেশে রাবণের আগমন রাবণ-সীতার কথোপকথন, সীতাহরণ ও সীতার বিলাপ।

(৪১) রাবণ-জটায়ুর যুদ্ধ—জটায়ুর পরাজয়।

(৪২) সীতাকে নিয়ে রাবণের আকাশপথে গমন।

(৪৩) সীতার ভর্ৎসনা ও বিলাপ।

(৪৪) সীতার মনোরঞ্জনের নানা চেষ্টা শেষে ব্যর্থ হয়ে অশোক কাননে সীতাকে বন্দী করে রাখা।

(৪৫) রাম-লক্ষ্মণ সংবাদ।

(৪৬) সীতাহারা রামের বিলাপ।

(৪৭) বনমধ্যে সীতার অন্বেষণ ও রামের কাতরতা।

(৪৮) রামের বিলাপ ও লক্ষ্মণের প্রবোধ দান।

(৪৯) জটায়ুর কাছ থেকে সীতাহরণের সংবাদ প্রাপ্তি।

(৫০) জটায়ুর মৃত্যু ও সৎকার।

(৫১) কবন্ধের সঙ্গে দেখা—তার বাহু ছেদন—লক্ষ্মণের পরিচয় দান।